POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۣ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۭ اِنَّ
اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ○ (النساء:30)

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ পরস্পরের মধ্যে অন্যায়ভাবে খাইও না, কিন্তু যদি উহা তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে ব্যবসার মাধ্যমে অর্জিত ইহয়া থাকে তাহা হইলে স্বতন্ত্র। এবং তোমরা নিজদিগকে হত্যা করিও না। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি পরম দয়াময়। (সূরা নিসা, আয়াত: ৩০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 5

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 32

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার, 6 ই আগস্ট, 2020 ● 15 যুল হাজ্জা 1441 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

খোদা তা'লা তোমাদের সৃষ্টির যে প্রকৃত উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছেন তা হল তোমরা যেন তাঁর ইবাদত কর। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজের মূল এবং প্রকৃতি প্রদত্ত উদ্দেশ্য ত্যাগ করে পশুদের ন্যায় জীবনযাপন করে, এবং কেবল খাওয়া, পান করা এবং ঘুমানোই জীবনের উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে; এমন ব্যক্তি খোদা তা'লা থেকে দূরে সরে যায় আর তার জন্য তিনি চিন্তিত থাকেন না।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

মানুষের সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য

সূরাতুল আসার এ আল্লাহ্ তা'লা কাফের এবং মোমেনদের জীবনের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। কাফেরদের জীবন পুরোপুরি পশুদের ন্যায় হয়ে থাকে, যাদের কাজ খাওয়া, পান করা এবং দেহজ বাসনা পূর্ণ করা ছাড়া আর কিছুই নয়। يَأْكُلُوْنَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ (মহম্মদ: ১৩) কিন্তু দেখ, একটি বলদ খাওয়ার সময় খায় আর লাঙল চালানোর সময় বসে পড়ে, তবে তার পরিণাম কি দাঁড়াবে? শেষমেশ কৃষক তাকে কসাইখানায় বিক্রিই করে আসবে। অনুরূপভাবে তাদের সম্পর্কে (যারা আল্লাহ্ তা'লার আদেশাবলী মেনে চলে না কিম্বা গ্রাহ্য করে না, নিজেদের জীবন ব্যাভিচার ও পাচাচারে নিমজ্জিত রাখে) আল্লাহ্ তা'লা বলেন- قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّيْ لَوْلَا دُعَآؤُكُمْ (আল ফুরকান, ৭৮) অর্থাৎ আমার প্রভুপ্রতিপালক তোমার কি পরোয়া করবেন যদি না তুমি তাঁর ইবাদত কর? একথা গভীর অভিনিবেশসহকারে স্মরণ থাকা উচিত যে খোদা তা'লার ইবাদতের জন্য ভালবাসার প্রয়োজন আর এই ভালবাসা দুই প্রকারের। এক প্রকার ভালবাসা হল নিঃশর্ত ভালবাসা আর দ্বিতীয় প্রকারের ভালবাসার সঙ্গে স্বার্থ জড়িত। অর্থাৎ এর নেপথ্যে কেবল কয়েকটি অস্থায়ী উপাদান কাজ করে, যেগুলি দূর হতে সেই ভালবাসাও নিরুত্তাপ হয়ে দুঃখ ও যন্ত্রণায় পর্যবসিত হয়। কিন্তু নিঃস্বার্থ ভালবাসা প্রকৃত প্রশান্তি বয়ে আনে। কেননা মানুষ সহজাতভাবে খোদার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা বলেন- مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ (আযযারিয়াত: আয়াত-৫৭) এই কারণে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নিজের প্রতি আকর্ষণ মানুষের প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত করে রেখেছেন এবং তাকে নিজের প্রতি উৎসর্গিত করার উদ্দেশ্যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম উপাদান দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। এর থেকে বোঝা যায় যে খোদা তা'লা তোমাদের সৃষ্টির যে প্রকৃত উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছেন তা হল তোমরা যেন তাঁর ইবাদত কর। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজের মূল এবং প্রকৃতি প্রদত্ত উদ্দেশ্য ত্যাগ করে পশুদের ন্যায় জীবনযাপন করে, এবং কেবল খাওয়া, পান করা এবং ঘুমানোই জীবনের উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে; এমন ব্যক্তি খোদা তা'লা থেকে দূরে সরে যায় আর তার জন্য খোদা তা'লা চিন্তিত থাকেন না। আল্লাহ্ তা'লা কেবল তাদের জীবন নিয়েই আগ্রহ প্রকাশ করেন, যারা مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ আয়াতের উপর বিশ্বাস এনে জীবনের চলার পথ পরিবর্তন করে নেয়। মৃত্যু কখন আসে তা বলা যায় না।

ঠুনকো জীবনের উপর ভরসা করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। সহসায় মৃত্যু এসে মানুষকে পরাভূত করে; তাকে আগাম বার্তা না দিয়েই। মানুষ যখন সর্বক্ষণ মৃত্যুর থাবার নীচে, তবে খোদা তা'লা ছাড়া আর কার নিয়ন্ত্রণে তার জীবন থাকতে পারে?

খোদার জন্য জীবন

জীবন যদি খোদার জন্য উৎসর্গিত হয়, তবে তিনি তা রক্ষা করবেন। বুখারীর একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি খোদা তা'লার সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্ক তৈরী করে নেয়, খোদা তা'লা তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হয়ে যান। অপর একটি বর্ণনায় আছে, তার বন্ধুত্ব এমন পর্যায়ে উপনীত হয় যে আমি তার হাত-পা এমনকি জিহ্বা হয়ে যায় যার দ্বারা সে কথা বলে। বস্তুত মানুষ যখন প্রবৃত্তির আবেগ ও উত্তেজনা থেকে পবিত্র হয় এবং অহংবোধ ত্যাগ করে খোদার অভিপ্রায় অনুসারে চলে, তখন তার কোনও কর্মই অবৈধ হয় না। বরং তার প্রতিটি কর্ম খোদার অভিপ্রায় অনুসারে হয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, বরং খোদা তা'লা সেটি নিজেরই কর্ম হিসেবে আখ্যায়িত করেন। এটি ঐশী নৈকট্যের এক মর্যাদা যা ঐ সকল লোকদের হোঁচট খাওয়ার কারণ হয়েছে যারা আধ্যাত্মিকতার এই পর্যায়ে উপনীত হয়েও গন্তব্যে পৌঁছতে পারে নি, কিম্বা ঐশ্বরিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অনভিজ্ঞতার কারণে এবং ঐশী নৈকট্যের মর্মার্থ অনুধাবন করতে না পেরে ভ্রান্তধারণার শিকার হয়েছে এবং 'ওহাদাতুল ওয়াজুদ' নামে একটি মতবাদ তৈরী করে ফেলেছে। একথাও মোটেই ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, মানুষ পরীক্ষায় নিপতিত হয়, কারণ সে খোদার অভিপ্রায় অনুসারে সে কাজ করে না, খোদা অন্য কিছু চান। এমন ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির দাস হয়ে থাকে, ঐশী অভিপ্রায়কে সে অনুসরণ করে না। কিন্তু যে ব্যক্তি খোদা তা'লার 'ওলী' বা বন্ধু নামে অভিহিত হয় এবং খোদা তা'লা যার জীবনের প্রতি যত্নবান থাকেন, যার ওঠা-বসা ঐশী-গ্রন্থই নির্ধারণ করে দেয়; এমন ব্যক্তি নিজের প্রতিটি বিষয় এবং ইচ্ছেকে খোদা তা'লার কিতাবের দিয়ে নিয়ে আসে এবং এর থেকে পরামর্শ চায়।

আগে বর্ণিত হয়েছে যে এমন ব্যক্তির প্রাণ হরণ করতে আল্লাহ্ তা'লা দ্বিধা করেন। আল্লাহ্ তা'লা দ্বিধা ও সংশয় মুক্ত। এর অর্থ হল এক বিশেষ প্রজ্ঞার অধীনে তাকে মৃত্যু দেওয়া হয়। নিঃসন্দেহে এক মহা প্রজ্ঞার কারণে তাকে পরকালে নিয়ে যাওয়া হয়। অন্যথায় এমন ব্যক্তির জীবন আল্লাহ্‌র কাছে অত্যন্ত প্রিয়। অতএব মানুষের জীবন যদি এমন না হয় যেখানে খোদা তা'লা তার জীবন হরণে দ্বিধা করেন, তবে তা পশুর চাইতেও নিকৃষ্ট। একটি ছাগলের উপর নির্ভর করে অনেক মানুষ বেঁচে থাকতে পারে, এমনকি তার চামড়াও কাজে আসতে পারে। আর মানুষ কোনও অবস্থাতেই কাজে আসে না, এমনকি মৃত্যুর পরও। কিন্তু একজন পুণ্যবান ব্যক্তির প্রভাব তার বংশধারার উপর পড়ে, তারাও এর থেকে উপকৃত হয়। বস্তুত এমন ব্যক্তি আদৌ মরে না; শারিরিক মৃত্যুর পর সে এক নতুন জীবন প্রাপ্ত হয়।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৬৭-১৭০, কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

১২ই আগস্ট,২০১৯ বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে প্রদত্ত ঈদুল আযহার খুতবার সারাংশ

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ (الحج:38)

অর্থাৎ ঃ এগুলোর মাংস ও এগুলোর রক্ত কখনো আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছে না, বরং তাঁর কাছে তোমাদের তাক্ ওয়া পৌঁ ছে। এভাবেই তিনি এগুলোকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করে দিয়েছেন যেন তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। কারণ তিনি তোমাদের হেদায়াত দান করেছেন। আর তুমি সৎকর্মপরায়ণদের সুসংবাদ দাও। হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ আজ আমরা ঈদুল আযহা উদযাপন কর

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আজ আমরা ঈদুল আযহা উদযাপন করছি, যেটিকে কুরবানীর ঈদও বলা হয়। মক্কাতেও আর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেও মুসলমানেরা লক্ষ লক্ষ পশু জবেহ করছে এবং করবে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যদিও পশুদের কুরবানী ইবাদতের অংশ, আল্লাহ্ তা'লার আদেশের অন্তর্ভুক্ত, যারা হজ্জ ও উমরা করছে না কিন্তু সামর্থ রাখে, তাদের জন্য কুরবানীর পশু জবেহ করা পুণ্যের কাজ; আর যদি তোমাদের কুরবানী কেবল জাগতিকতা এবং প্রদর্শনকামিতার কারণে হয়, এবং তার মধ্যে সেই চেতনা বা স্পৃহা না থাকে যা একজন মুত্তাকির মধ্যে থাকা বাঞ্ছনীয়, তবে স্মরণ রেখো, তোমাদের এই কুরবানী গুলি অনর্থক। আল্লাহ্ তা'লা রক্ত পিপাসু ও বুভুক্ষু নন যে লক্ষ লক্ষ পশুর রক্ত ও মাংসের তাঁর প্রয়োজন আছে, কিম্বা যারা তাঁর এই চাহিদা পূর্ণ করে, তাঁদের প্রতি প্রীত হয়ে তিনি জান্নাতের সুসংবাদ দিবেন! তাঁর তো এসব কিছুর কোনও প্রয়োজনই নেই। অতএব, যদি কারো অন্তর তাকওয়া শূন্য হয়, তবে কুরবানীর নামে তোমরা যদি প্রচুর পশুও জবেহ কর, কিম্বা কোনও দেশে যদি লক্ষ লক্ষ পশুও জবেহ হয়, তবুও তারা আল্লাহ্ তা'লার প্রীতিভাজন হতে পারবে না।

অতএব সর্বদা স্মরণ রেখো! আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, প্রকৃত বিষয় হল তাকওয়া। আর তাকওয়ার প্রেরণা নিয়ে করা কুরবানীই আল্লাহ্ তা'লার কাছে প্রিয়। আর এই বহ্যিক কুরবানী দ্বারা তাকওয়াপূর্ণ হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তি এ বিষয়ের বহিঃপ্রকাশ করে এবং করা উচিত যে, 'আমি খোদা তা'লার পথে সব কিছু উৎসর্গ করতে প্রস্তুত আছি। যেভাবে এই পশুটি কুরবানী দেওয়া হচ্ছে,কারণ এটি মানুষের তুলনায় অতন্ত নগণ্য, তাই একটি তুচ্ছ বস্তুকে উৎকৃষ্ট বস্তুর নিমিত্তে উৎসর্গ করা হচ্ছে। অনুরূপে আমিও এই কুরবানী থেকে শিক্ষা নিয়ে আমার থেকে উৎকৃষ্টতর বস্তুর জন্য, মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য সকল প্রকার ত্যাগ-স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকব। আল্লাহ্ তা'লার বিধিনিষেধ মেনে চলার জন্য সদা তৎপর থাকব। আমি এই কুরবানী থেকে এই শিক্ষা গ্রহণ করছি যে আমি সর্বাবস্থায় ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার যে অঙ্গীকার করি এবং করছি তা পূর্ণ করার জন্য প্রস্তুত থাকব। আমার কোন কর্মে জাগতিকতা এবং হীনপ্রবৃত্তির কলুষতা থাকবে না। অতএব এই কুরবানীর ঈদ যদি আমাদের কর্তব্য ও দায়িত্বাবলী এবং অঙ্গীকারকে স্মরণ না করিয়ে দিতে পারে, তবে এটি এমন এক ঈদে পর্যবসিত হবে যা কেবল এক বাহ্যিক আমোদ-প্রমোদ হিসেবে আমরা উদযাপন করব। কুরবানীর স্বার্থকতা তখনই, যখন আমরা নিজেদের অঙ্গীকার পূর্ণকারী হব, খোদার সম্মুখে নিজেদের মাথা পেতে দিব, সঠিক অর্থে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতকারী হব এবং তাঁর বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করব। আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ হন, কেননা তিনিই আমাদেরকে মুসলমান বানিয়েছেন, অতঃপর আহমদী বানিয়েছেন, যারা যুগের ইমাম প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীর হাতে অঙ্গীকার করেছে যে 'আমি ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দিব; প্রাণ,সম্পদ, সময়, সম্মান এবং সন্তান-সন্ততিকে উৎসর্গ করার জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকব। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বয়াতের এই অঙ্গীকারের ধারবাহিকতা বজায় রেখে খিলাফতে আহমদীয়ার সঙ্গেও উন্মুক্ত হৃদয়ে বয়আতের অঙ্গীকার পালন করব। যখন এই সব কিছু হবে, তখন আল্লাহ্ তা'লা এমন মানুষদেরকে ঐ সকল লোকেদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুসংবাদ দান করেন, যারা তাঁর সন্তুষ্টিভাজন হয়েছে।

কাজেই আমাদের মধ্যে যদি এই চেতনার উদয় হয় আর আমাদের কর্মপন্থা সেই অনুসারে পরিচালিত হয়, তবে আমরাও সেই সব সুসংবাদ লাভকারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আশার করতে পারি, যাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লা প্রীত হয়েছেন। এই আয়াতে বর্ণিত বিষয়ের প্রজ্ঞা এবং তত্ত্বজ্ঞান সম্পর্কে বলতে গিয়ে একস্থানে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, বাহ্যিক নামায ও রোযার সঙ্গে যদি নিষ্ঠা ও সততা প্রযুক্ত না হয় তবে তা কোন মূল্যই রাখে না। সাধু সন্ন্যাসীরাও নিজেদের মত করে কঠোর সাধনা করেন। প্রায় দেখা যায় তাদের অনেকে নিজেদের হাত পর্যন্ত শুকিয়ে ফেলে, কঠোর পরিশ্রম ও সাধনা করেন, নিজেদেরকে কষ্ট ও বিপদের মধ্যে ফেলেন, কিন্তু সেই দুঃখ -কষ্ট তাদেরকে কোন জ্যোতি দান করে না। না তারা কোন প্রশান্তি ও সুখ লাভ করে, বরং তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা বিবর্ণ হয়ে থাকে, আর এই সব কর্মকাণ্ডের কোনও প্রভাব তাদের আধ্যাত্মিকতা উপর পড়ে না। এই কারণেই কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার কাছে তোমাদের কুরবানীকৃত পশুর মাংস ও রক্ত পৌঁছয় না, বরং তাকওয়া পৌছয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন, এই বাহ্যিক কুরবানী সমূহ আমাদের আত্মাকে আলোড়িত করার উদ্দেশ্যে, এ বিষয়টি বোঝানোর জন্য যে যেভাবে এই তুচ্ছ বস্তুটি তোমাদের জন্য উৎসর্গীত হল, অনুরূপভাবে খোদা তা'লার বিধিনিষেধের মেনে চলার জন্য যাবতীয় ত্যাগ-স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকার মধ্যেই একজন প্রকৃত মোমেনের মর্যাদা নিহিত। নিজের শরীরকেও কুরবানীর জন্য প্রস্তুত কর, অনুরূপে আত্মাকেও। নিজের তাকওয়ার মান সমুন্নত কর। এই তাকওয়ার উচ্চ মান অর্জনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে একস্থানে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-'তাঁকে অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লাকে এতটা ভয় কর যেন তাঁর পথে প্রাণ ত্যাগ করছ, আর যেভাবে তোমরা নিজের হাতে কুরবানীর পশু জবেহ কর, অনুরূপভাবে তোমরাও খোদার পথে জবেহ হয়ে যাও।' তিনি বলেন, 'যদি কোনও তাকওয়া থেকে নিম্নমানের হয় তবে তা এখনও অসম্পূর্ণ।"

এই যুগে আমরা যেহেতু প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীকে মান্য করেছি, অতএব আমাদেরকে আত্মসমীক্ষা করা দরকার যে আমরা কি সেই ন্যুনতম মান অর্জন করার চেষ্টা করছি যা আঁ হযরত (সা.)-এর সাহাবাগণ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন? আমরা শেষ যুগের জামাত হওয়ার দাবি করি, তাই আমাদেরকে নিজেদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: তাকওয়ার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলি দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। সেই সব সূক্ষ্ম বিষয়গুলিকে সামনে রাখাই তোমাদের জন্য মঙ্গল। যদি ছোট ছোট বিষয়গুলি উপেক্ষা করা হয়, তবে কালক্রমে সেগুলিই গুরু পাপে পর্যবসিত হবে। তোমরা তাকওয়ার সর্বোচ্চ মান অর্জন করার লক্ষ্যমাত্রা স্থির কর, আর এর জন্য তাকওয়ার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিকগুলি দৃষ্টিতে রাখা আবশ্যক।

হুযুর আনোয়ার বলেন: প্রকৃতই যদি ধর্মকে জাগতিকতার উপর অগ্রাধিকার দেওয়ার অঙ্গীকার পূর্ণ করার সংকল্প থাকে, তবে প্রত্যেক অনর্থক বিষয় থেকে নিজেকে রক্ষা করা জরুরী।

অতঃপর তাকওয়ার উল্লেখ করতে গিয়ে অন্যত্র তিনি (আ.) বলেন, 'কুরআন শরীফে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যাবতীয় বিধিনিষেধের বিশদ বিবরণ বিদ্যমান। সংক্ষেপে বলব যে, খোদা তা'লা কোনওক্রমেই চান না মানুষ পৃথিবীতে বিবাদ-বিশৃঙ্খলায় লিপ্ত থাকুক। তিনিই সৃষ্টিজগতের স্রষ্টা। পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়া তাঁর মর্যাদা পরিপন্থী। আল্লাহ তা'লা পৃথিবীতে ঐক্যের প্রসার করতে চান, কিন্তু যে ব্যক্তি আপন ভাইকে কষ্ট দেয়, তার উপর অত্যাচার করে, তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে, সে ঐক্যের শত্রু। যতক্ষণ পর্যন্ত না মন থেকে এই অসৎ চিন্তাধারা দূর হয়, কখনও প্রকৃত ঐক্যের প্রসার হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং এটিই হল তাকওয়ার সূক্ষ্ম দিক। যে ঐক্যের শত্রু তার মধ্যে তাকওয়া কিভাবে থাকতে পারে? অতএব এটি অত্যন্ত উদ্বেগ ও ভয়ের কথা। যদি আমরা নিজের ভাইকে কষ্ট দিই তবে আমরা ঐক্যের শত্রু বলে গণ্য হব। আমরা যদি কোথাও বিশ্বাসঘাতকতা করি, তবেও আমরা ঐক্যে শত্রু। যদি আমাদের মনে অসৎ চিন্তার উদ্রেক হয় তবে তা তাকওয়া থেকে দূরত্বকে নির্দেশ করে। আর এমন চিন্তাধারা থেকে আমাদের নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করা উচিত। তবেই আমরা ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে পারব এবং সেই অঙ্গীকার পূর্ণ করতে পারব যা আমরা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এ সঙ্গে করেছি।

খোদা তা'লা করুন আমরা যেন সত্যিকার তাকওয়ার উপর বিচরণকারী হই। কুরবানীর এই ঈদ আমাদেরকে যেন কুরবানীর সঠিক ব্যুৎপত্তি দানকারী হয়। আমরা যেন নিজেদেরকে যাবতীয় অসৎ কর্ম থেকে পবিত্র রাখতে এবং তাকওয়ার সূক্ষ্ম দিকগুলি প্রণিধানের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনে সচেষ্ট হই। আমরা যেন সেই সকল ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হই যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা সুসংবাদ দান করেন।

আজ এই কুরবানীর ঈদে সেই সব লোকদেরকেও দোয়ায় স্মরণ রাখবেন যারা জামাতের জন্য নিজেদের প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তাঁদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সব সময় হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জামাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত রাখুন। তাঁদের সন্তান-সন্ততি, ভবিষ্যত প্রজন্ম এবং শহীদগণের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য সেই সব কুরবানী উপস্থাপনকারীদের দোয়া আল্লাহ্ যেন কবুল করেন।

(শেষাংশ ১১ পাতায়...)

জুমআর খুতবা

হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা আপনার সামনেও লড়ব এবং পেছনেও লড়ব, আপনার ডানেও লড়ব এবং বামেও লড়ব, আর আমাদের লাশ পদদলিত না করা পর্যন্ত শত্রুরা আপনার ধারে কাছেও পৌঁছতে পারবে না।

আঁ হযরত (সা.) এর মর্যাদাবান বদরী সাহাবী এবং তাঁর অত্যন্ত নিবেদিত প্রাণ ও বিশ্বস্ত এবং অউস গোত্রের সর্দার সাআদ বিন মুআয (রা.)এর প্রশংসনীয় গুণাবলীর বর্ণনা

রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, “হে আল্লাহ্! আনসাদের উপর কৃপা কর এবং আনসারদের বংশধরদের উপর কৃপা কর।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, থেকে প্রদত্ত ৩ রা জুলাই , ২০২০, এর জুমুআর খুতবা (৩ ওফা, ১৩৯৯ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: গত খুতবা থেকে হযরত সা'দ বিন মু'আয (রা.)'র স্মৃতিচারণ চলছিল। বদরের যুদ্ধে বিশ্বস্ততার অঙ্গীকার পালনের একটি ঘটনা, গত খুতবায়ও যার উল্লেখ হয়েছিল, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) নিজের ভাষায় বর্ণনা করেছেন। তিনি (রা.) বলেন, এটি একটি প্রকৃতিগত বিষয় যে, যেখানে ভালোবাসা থাকে সেখানে কেউই চায় না, আমার প্রিয়ের কোন কষ্ট হোক। আর তার প্রেমাস্পদ যুদ্ধে যাক– এটি কেউই পছন্দ করে না। বরং প্রেমাস্পদকে যুদ্ধ থেকে দূরে রাখার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়। একইভাবে সাহাবীরাও এটি পছন্দ করতেন না যে, মহানবী (সা.) যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবেন। সাহাবীরা এটি অপছন্দ করতেন না যে, আমরা কেন যুদ্ধে যাব, বরং মহানবী (সা.)-এর যুদ্ধে যাওয়া তাদের অপছন্দ ছিল, আর এটি তাদের স্বভাবজ আকাঙ্ক্ষা ছিল, যা প্রত্যেক প্রেমিকের তার প্রেমাস্পদের প্রতি থেকে থাকে। এছাড়া আমরা দেখি এবং ইতিহাস থেকেও একথার বহু প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মহানবী (সা.) যখন বদর প্রান্তরের কাছাকাছি পৌঁছন তখন তিনি সাহাবীদের বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, কাফেলার সাথে নয় বরং আমাদের মোকাবিলা হবে মক্কার সেনাবাহিনীর সাথে। এরপর তিনি (সা.) তাদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং বলেন, তোমাদের মতামত বল। জ্যেষ্ঠ সাহাবীরা তাঁর (সা.) একথা শুনে পালাক্রমে দণ্ডায়মান হয়ে আত্মনিবেদনমূলক জোরালো বক্তব্য প্রদান করেন এবং বলেন, আমরা সব ধরনের কুরবানীর জন্য প্রস্তুত আছি। একজন উঠে বক্তব্য দিয়ে বসে পড়তেন, এরপর আরেকজন উঠে পরামর্শ দিয়ে আসন গ্রহণ করতেন। মোটকথা যারাই দাঁড়িয়েছেন তারা একথাই বলেছেন যে, আমাদের খোদা যদি আমাদের নির্দেশ দেন তাহলে আমরা অবশ্যই যুদ্ধ করব। কিন্তু কেউ পরামর্শ দিয়ে বসার পর মহানবী (সা.) পুনরায় বলতেন, আমাকে পরামর্শ দাও। আর এর কারণ ছিল, তখন পর্যন্ত যেসব সাহাবী একে একে দাঁড়িয়ে বক্তব্য ও পরামর্শ দিয়েছিলেন তারা সবাই ছিলেন মুহাজেরদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি (সা.) যখন বার বার এটি বলছিলেন যে, আমাকে পরামর্শ দেওয়া হোক তখন অওস গোত্রের নেতা সা'দ বিন মু'আয (রা.) তাঁর (সা.) অভিপ্রায় অনুধাবন করতে পেরে আনসারদের পক্ষ থেকে দাঁড়িয়ে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনার সমীপে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনি এটিই বলছেন যে, আমাকে পরামর্শ দাও– এথেকে বুঝা যাচ্ছে যে, আপনি আনসারদের মতামত জানতে চাইছেন। এখন পর্যন্ত আমাদের নীরব থাকার কারণ হলো, আমরা যদি যুদ্ধ সমর্থন করি তাহলে মুহাজেররা হয়ত ভাববে, এরা আমাদের স্বজাতি এবং আমাদের ভাইদের সাথে যুদ্ধ করতে এবং তাদেরকে হত্যা করতে চায়। এরপর তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! সম্ভবত আপনি আকাবার বয়আতের সেই চুক্তির কথা ভাবছেন যাতে আমাদের পক্ষ হতে এই শর্ত উপস্থাপন করা হয়েছিল যে, শত্রুরা যদি মদিনার ওপর আক্রমণ করে তাহলে আমরা তাদের প্রতিরোধ করব কিন্তু মদিনার বাহিরে গিয়ে যদি যুদ্ধ করতে হয় তাহলে আমরা এর দায়িত্ব নেব না। মহানবী (সা.) বলেন, হ্যাঁ, (ঠিক বলেছ)। সা'দ বিন মু'আয (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা যখন আপনাকে মদিনায় নিয়ে এসেছিলাম তখন আমরা আপনার সুউচ্চ মাকাম ও পদমর্যাদা সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞাত ছিলাম না। এখন তো আমরা স্বচক্ষে আপনার সত্যতা দেখতে পেয়েছি। এখন আমাদের দৃষ্টিতে সেই চুক্তির কোন মূল্য নেই। অর্থাৎ আকাবার বয়আতের সময় যে চুক্তি হয়েছিল তা জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে একটি সাধারণ চুক্তি ছিল। এখন আমরা যা দেখেছি আর আমাদের আধ্যাত্মিকতার যে চোখ উন্মুক্ত হয়েছে– এরপর তো সেটির কোন মূল্যই নেই। তাই আপনি যেখানে যাবেন আমরাও আপনার সাথে আছি। আর খোদার কসম! আপনি যদি আমাদেরকে সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়ার নির্দেশ দেন তাহলে আমরা ঝাঁপ দিব আর আমাদের মধ্য থেকে একজনও পিছু হটবে না। হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা আপনার সামনেও লড়ব এবং পেছনেও লড়ব, আপনার ডানেও লড়ব এবং বামেও লড়ব, আর আমাদের লাশ পদদলিত না করা পর্যন্ত শত্রুরা আপনার ধারে কাছেও পৌঁছতে পারবে না।

(আনওয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৮, পৃ: ৬২০-৬২১)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সূরা রা'দ-এর ১২নম্বর আয়াত পাঠ করেন, আয়াতটি হল, ‘লাহু মুয়াক্কিবাতুম মিম বায়নি ইয়াদাইহি ওয়া মিন খালফিহি’ (সূরা রাআদ, আয়াত: ১২) অর্থাৎ তাঁর জন্য তার অগ্রে এবং পশ্চাতে বিচরণকারী নিরাপত্তাপ্রহরী নিযুক্ত রয়েছে। এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন,

“মহানবী (সা.)-এর নবুয়্যতের পুরো যুগ এই নিরাপত্তার প্রমাণ বহন করে যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তা'লা দিয়েছিলেন যে, অগ্রে ও পশ্চাতে আমরা নিরাপত্তাপ্রহরী নিযুক্ত করে রেখেছি। অতএব মক্কা মুয়ায্যামায় তাঁর (সা.) সুরক্ষা ফিরিশতারাই করত। নতুবা এত বেশি শত্রু পরিবেষ্টিত জায়গায় অবস্থান করার পরও তাঁর প্রাণ কীভাবে সুরক্ষিত থাকতে পারে। হ্যাঁ, মদিনায় আগমনের পর উভয় প্রকার নিরাপত্তা তিনি লাভ করেন, অর্থাৎ ঊর্ধ্বলোকের ফিরিশতাদের নিরাপত্তাআর জাগতিক ফিরিশতা অর্থাৎ সাহাবীদের নিরাপত্তা। বদরের যুদ্ধ এই বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক নিরাপত্তা বিধানের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মহানবী (সা.) যখন মদিনায় গমন করেছিলেন তখন তিনি (সা.) মদিনাবাসীদের সাথে চুক্তি করেছিলেন যে, তিনি যদি মদিনার বাহিরে গিয়ে যুদ্ধ করেন তাহলে মদিনাবাসীরা তাঁর সঙ্গ দিতে বাধ্য থাকবে না। বদরের যুদ্ধে তিনি আনসার এবং মুহাজেরদের কাছে যুদ্ধের ব্যাপারে পরামর্শ আহ্বান করেন। মুহাজেররা বারংবার সামনে এগিয়ে যুদ্ধ করার ওপর জোর দিচ্ছিলেন। কিন্তু মহানবী (সা.) তাদের কথা শুনে পুনরায় বলতেন, হে লোক সকল! পরামর্শ দাও। এতে একজন আনসারী সা'দ বিন মুআয বলেন, হুযূর কি আমাদের কাছ থেকে কিছু শুনতে চাইছেন? মহানবী (সা.) বলেন, হ্যাঁ। তিনি (রা.) বলেন, নিঃসন্দেহে আমরা আপনার সাথে চুক্তি করেছিলাম যে, যদি বাহিরে গিয়ে যুদ্ধ করতে হয় তাহলে আমরা আপনার সঙ্গ দিতে বাধ্য থাকব না। কিন্তু সেটি ভিন্ন যুগ ছিল। এখন আমরা যেহেতু নিশ্চিত হয়েছি যে, আপনি খোদা তা'লার সত্য রসূল, তাই এখন আর এই পরামর্শের প্রয়োজন নেই। আপনি যদি আমাদের আদেশ দেন তাহলে আমরা আমাদের ঘোড়া নিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ব। আমরা মূসা (আ.)-এর অনুসারীদের মতো একথা বলব না যে, তুমি আর তোমার প্রভু গিয়ে যুদ্ধ

কর, আমরা এখানেই বসে আছি। বরং আমরা আপনার ডানে, বামে, সম্মুখে ও পিছনে থেকে যুদ্ধ করব। আর আমাদের লাশ পদদলিত না করা পর্যন্ত শত্রুরা কিছুতেই আপনার কাছে পৌঁছতে পারবে না। তিনি (রা.) বলেন, এই নিষ্ঠাবানরাও আমার মতে সেসব 'মুয়াক্কিবাত' এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, অর্থাৎ সেসব নিরাপত্তা প্রহরীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর নিরাপত্তা বিধানের জন্য নিয়োজিত করেছিলেন। একজন সাহাবী বলেন, আমি মহানবী (সা.) এর সাথে ১৩টি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছি, কিন্তু আমার হৃদয়ে বহুবার এই বাসনার উদয় হয়েছে যে, আমি যদি এসব যুদ্ধে অংশ গ্রহণের পরিবর্তে সেই বাক্য উচ্চারণ করার সৌভাগ্য পেতাম যা সা'দ বিন মুআয-এর মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছিল।

(তফসীর কবীর, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৯২)

অর্থাৎ স্বীয় নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা সম্বলিত যে অঙ্গীকার তিনি করেছিলেন (সেটির কথা বলছেন)। বদরের যুদ্ধে হযরত সা'দ বিন মুআয-এর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার উল্লেখ করতে গিয়ে সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন,

"মুসলিম সেনাবাহিনী যে স্থানে শিবির স্থাপন করেছিল রণকৌশলগতভাবে সেটি উত্তম কোন স্থান ছিল না। এতে হুব্বাব বিন মুনযের তাঁর (সা.) কাছে নিবেদন করেন যে, আপনি কি খোদার কোন এলহামের ভিত্তিতে এই স্থানটিকে পছন্দ করেছেন নাকি কেবল সামরিক কৌশল হিসেবে তা অবলম্বন করেছেন? মহানবী (সা.) বলেন, এ সম্পর্কে কোন ঐশী নির্দেশ নেই, তুমি কোন পরমর্শ দিতে চাইলে দিতে পার। হুব্বাব (রা.) নিবদেন করেন, তাহলে আমার মতে রণকৌশলের দৃষ্টিকোণ থেকে এ জায়গা উপযুক্ত নয়। বরং সামনে অগ্রসর হয়ে কুরাইশদের নিকটবর্তী যে জলাধার রয়েছে সেটিকে দখল করে নেওয়া উচিত। এ জলাধার সম্পর্কে আমি ভালোভাবে অবগত আছি, এর পানি ভালো এবং সাধারণত যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। মহানবী (সা.) তার এ প্রস্তাব পছন্দ করেন। এছাড়া কুরাইশরাও যেহেতু তখনও পর্যন্ত টিলার বিপরীত দিকে তাবু গেঁড়ে অবস্থান করছিল আর এ জলাধার খালি ছিল, তাই মুসলমানরা সামনে অগ্রসর হয়ে এই জালাধারের দখল নিয়ে নেয়। কিন্তু পবিত্র কুরআনে যেমনটি ইঙ্গিত রয়েছে যে, তখন সেই জলাধারেও বেশি পানি ছিল না আর মুসলামনরা পানির অপ্রতুলতা অনুভব করছিল। এছাড়া এ (সমস্যা)ও ছিল যে, উপত্যকার যে দিকটাতে মুসলমানরা ছিল সেই জায়গাটা ততটা ভালো ছিল না। কেননা এদিকে অনেক বেশি বালু ছিল যার জন্য দৃঢ়ভাবে দাঁড়ানো যেত না।

জায়গা নির্বাচনের পর অওস গোত্রের নেতা সা'দ বিন মুআয (রা.)-এর প্রস্তাবে সাহাবীরা যুদ্ধক্ষেত্রের একাংশে মহানবী (সা.)-এর জন্য একটি ছাউনীর মতো বানিয়ে দেন এবং হযরত সা'দ (রা.) সেই ছাউনীর পাশে মহানবী (সা.)-এর বাহন বেধে দিয়ে নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি এই ছাউনীতে অবস্থান গ্রহণ করুন আর আমরা আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করছি। আল্লাহ্ তা'লা যদি আমাদেরকে বিজয় দান করেন আর আমাদের প্রত্যাশাও তাই, তাহলে সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র। কিন্তু আল্লাহ্ না করুন! যদি ভিন্ন কিছু ঘটে তাহলে আপনি আপনার বাহনে চেপে যেভাবেই হোক মদিনায় পৌঁছে যাবেন। সেই তাবুর পাশেই তিনি (রা.) একটি উন্নত জাতের উট বাহন হিসেবে বেঁধে রাখেন। এরপর তিনি নিবদেন করেন, আপনি মদিনায় চলে যাবেন আর সেখানে আমাদের এমন সব ভাই-বন্ধু রয়েছে যারা আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার ক্ষেত্রে আমাদের চেয়ে কম নয়। কিন্তু তারা যেহেতু বুঝতে পারে নি যে, এই অভিযান যুদ্ধের রূপ নিবে, তাই তারা আমাদের সাথে আসে নি, অন্যথায় তারা কখনোই পিছনে থাকত না। কিন্তু তারা যখন পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হবে তখন আপনার নিরাপত্তার খাতিরে তারা তাদের প্রাণ বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করবে না। এটি ছিল সা'দ (রা.)-এর আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার দৃষ্টান্ত যা সর্বাবস্থায় প্রশংসাযোগ্য ছিল। অন্যথায় খোদার রসূল কি কখনো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে! মহানবী (সা.) তো যুদ্ধক্ষেত্রে সর্বাগ্রে থাকতেন। যেমনটি আমরা হুনায়েনের যুদ্ধের সময় দেখতে পাই যে, ১২ হাজার সৈনিক পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, কিন্তু একত্ববাদের প্রাণ [মুহাম্মদ (সা.)] স্বীয় অবস্থানে অনড় ছিলেন। যাহোক সা'দ (রা.)-এর কথানুযায়ী ছাউনী প্রস্তুত করা হয়। এরপর সা'দ (রা.) এবং অন্যান্য কতিপয় আনসার সাহাবী এর চারপাশে প্রহরা দেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে যান। মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.) সেই ছাউনীতেই রাত্রিযাপন করেন। মহানবী (সা.) সারা রাত কাকুতিমিনতি করে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করেন। আর লেখা আছে যে, গোটা সেনাদলের মাঝে একমাত্র মহানবী (সা.)-ই সারারাত জেগে ছিলেন, বাকি সবাই পর্যায়ক্রমে ঘুমিয়ে নিয়েছেন।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৩৫৬-৩৫৭)

উহুদের যুদ্ধের সময় শুক্রবার রাতে হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.), হযরত উসায়েদ বিন হুযায়ের (রা.) এবং হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.) মসজিদে নববীতে অস্ত্রে-সস্ত্রে সজ্জিত হয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দরজায় প্রহরা দেন। উহুদের যুদ্ধের সময় রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন ঘোড়ায় আরোহন করেন এবং ধনুক কাধে তুলে আর বর্শা হাতে নিয়ে মদিনা থেকে যাত্রা করেন তখন উভয় সা'দ, অর্থাৎ হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.) এবং সা'দ বিন উবাদা (রা.) তাঁর (সা.) সামনে সামনে দৌড়াচ্ছিলেন। তারা উভয়েই বর্ম পরিহিত ছিলেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৮-৩০)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) উহুদের যুদ্ধের কথা বর্ণনাদিতে গিয়ে লিখেন–

মহানবী (সা.) আসরের নামাযের পর সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর বড় একটি দল সাথে নিয়ে মদিনা থেকে বের হন। অওস ও খাযরাজ গোত্রের নেতারা অর্থাৎ সা'দ বিন মুআয (রা.) এবং সা'দ বিন উবাদা (রা.) তাঁর (সা.) বাহনের সামনে ধীর গতিতে দৌড়াচ্ছিলেন আর বাকি সাহাবীগণ তাঁর (সা.) ডানে, বামে ও পিছনে হাঁটছিলেন (সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৪৮৬)

উহুদের যুদ্ধ শেষে মহানবী (সা.) যখন মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং নিজ ঘোড়া থেকে নামেন, তখন তিনি (সা.) হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.) এবং হযরত সা'দ বিন উবাদার(রা.) সহায়তায় নিজ ঘরে প্রবেশ করেন।

(সাবালুল হুদা ওয়ার রুশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২২৯)

মহানবী (সা.)-এর প্রতি হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)-এর মায়ের কীরূপ অনুরাগ বা ভালোবাসা ছিল– তার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন,

উহুদের যুদ্ধ শেষে প্রত্যাবর্তনকালে হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.) মহানবী (সা.)-এর বাহনের লাগাম ধরে গর্বের সাথে হাঁটছিলেন। উক্ত যুদ্ধে তার (রা.) ভাইও শহীদ হয়েছিলেন। মদিনার উপকণ্ঠে পৌঁছলে হযরত সা'দ তার মা'কে আসতে দেখে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার মা আসছেন। হযরত সা'দ (রা.)-এর মায়ের বয়স তখন প্রায় আশি-বিরাশি বছর ছিল। দৃষ্টিশক্তি ছিল না বললেই চলে, খুবই ক্ষীণ দেখতে পেতেন। রোদ-ছায়ার পার্থক্য বুঝতেও অনেক কষ্ট হতো। মদিনায় এই গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল যে, মহানবী (সা.)-কে শহীদ করা হয়েছে। এই সংবাদ শুনে সেই বৃদ্ধা মহিলা নড়বড়ে পায়ে মদিনার বাইরে বের হচ্ছিলেন। সা'দ বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার মা আসছেন। তখন মহানবী (সা.) বলেন, আমার বাহন দাঁড় করাও। অর্থাৎ কাছাকাছি পৌঁছলে বলেন, তোমার মা আসছেন যেহেতু তাই তার কাছে গিয়ে আমার বাহন দাঁড় করাও। মহানবী (সা.) সেই বৃদ্ধার কাছে এলে বৃদ্ধা নিজ সন্তানদের বিষয়ে কোন সংবাদ জানতে চান নি। যা জানতে চেয়েছেন তা হলো, মহানবী (সা.) কোথায়? হযরত সা'দ উত্তর দেন যে, আপনার সামনেই আছেন। বৃদ্ধা উপরের দিকে তাকান এবং তার ক্ষীণ দৃষ্টিতে মহানবী (সা.)-এর দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। মহানবী (সা.) বলেন, বিবি! আমি অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, আপনার যুবক ছেলে এই যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেছে। বৃদ্ধ বয়সে কেউ এমন খবর শুনলে তার হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে যায়, কিন্তু সেই বৃদ্ধা কতটা অনুরাগ মিশ্রিত উত্তর দেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি এ কেমন কথা বলছেন? আমি তো

নুরুল ইসলাম বিভাগের অধীনে

এই টোলফ্রি নম্বরে ফোন করে আপনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে জানতে পারেন।

টোলফ্রী নম্বর: 1800 103 2131

সময়: প্রত্যহ সকাল ৮:৩০টা থেকে রাত ১০:৩০ পর্যন্ত। (শুক্রবার ছুটি)

বদর পত্রিকায় নিজস্ব প্রবন্ধ প্রকাশে ইচ্ছুক বন্ধুরা ই-মেলের মাধ্যমে নিজেদের লেখা পাঠাতে পারেন।

Email: banglabadar@hotmail.com

আপনার সুরক্ষার জন্য দুশ্চিন্তা করছিলাম!

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই ঘটনা বর্ণনা শেষে তবলীগের দায়িত্বের প্রতি আহমদী মহিলাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেন, এরাই সেই সকল মহিলা– যারা ইসলাম প্রচার এবং তবলীগের ক্ষেত্রে পুরুষদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতেন এবং এরাই সেসব মহিলা– যাদের কুরবানীতে ইসলামী বিশ্ব গর্ববোধ করে। বর্তমান যুগে তোমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) -এর মান্যকারী মহিলা যারা রয়েছ, তোমরাও এই দাবি করে থাক যে, তোমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্র তি ঈমান এনেছ। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হলেন মহানবী (সা.)-এর আধ্যাত্মিক প্রতিচ্ছবি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তোমরাওমহিলা সাহাবীদের আধ্যাত্মিক প্রতিচ্ছবি সাব্যস্ত হও। কিন্তু তোমরা সঠিকভাবে বল যে, তোমাদের মাঝে ধর্মের প্রতি সেই গভীর অনুরাগ আছে কি যা মহিলা সাহাবীদের মাঝে ছিল? তোমাদের মাঝে সেই নূর বা জ্যোতি বিদ্যমান আছে কি যা মহিলা সাহাবীদের মাঝে ছিল? তোমাদের সন্তানরা কি সেরূপ পুণ্যবান যেমনটা মহিলা সাহাবীদের (সন্তানরা) ছিল? যদি তোমরা গভীর অভিনিবেশসহকারে চিন্তা করে দেখ, তাহলে তোমরা নিজেদেরকে মহিলা সাহাবীদের তুলনায় অনেক পিছনে দেখতে পাবে। মহিলা সাহাবীরা যেসব কুরবানী বা আত্মত্যাগ করেছেন, আজ পর্যন্ত ভূপৃষ্ঠে তার তুলনা পাওয়া যায় না। নিজেদের জীবনবাজি রেখে তারা যে কুরবানী দিয়েছেন তা আল্লাহ্ তা'লার এতই পছন্দ হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লা অতি দ্রুত তাদেরকে সফলতা দান করেছেন আর অপরাপর জাতিসমূহ যে কাজ শত শত বছরেও করতে পারে নি, পুরুষ এবং মহিলা সাহাবীগণ সেসব কাজ গুটিকতক বছরেই করে দেখিয়েছেন।

(আনওয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৮, পৃ: ৪০০-৪০১)

এখানে যেহেতু তিনি আহমদী মহিলাদের সম্বোধন করে কথা বলছিলেন, তাই তাদের উল্লেখ রয়েছে, অন্যথায় অগণিত ক্ষেত্রে সর্বদা খলীফাগণ বলে এসেছেন, আমিও বহুবার বলে এসেছি যে, আমাদের (আহমদী) পুরুষদেরও সেসব দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করতে হবে, তবেই আমরা যে দাবি করি এবং যেই দাবি নিয়ে দণ্ডায়মান হয়েছি যে, সারা পৃথিবীতে ইসলামের বাণী পৌঁছাব এবং বিশ্ববাসীকে ইসলামের পতাকাতলে নিয়ে আসব–তার ওপর আমল করতে পারব। আর সাহাবীরা আমাদের সামনে যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন আমাদের ত্যাগ-তিতিক্ষা ও কর্ম যদি তদনুযায়ী হয় কেবল তবেই তা সম্ভব।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন,

"খ্রিষ্টান বিশ্ব মরিয়ম মগদেলিনী এবং তার মহিলা সঙ্গীদের সেই সাহসিকতায় মুগ্ধ যে, শত্রুর দৃষ্টির অগোচরে প্রাতঃকালে তারা মসীহ্র কবরে পৌঁছে গিয়েছিল। আমি তাদেরকে বলছি যে, আস আর আমার প্রেমাস্পদের নিষ্ঠাবান ও নিবেদিতপ্রাণ সাহাবীদের দেখ যে, কী পরিস্থিতিতে তারা তাঁর (সা.) সঙ্গ দিয়েছেন এবং কেমন পরিস্থিতিতে তারা তওহীদ তথা একত্ববাদের পতাকাকে সমুন্নত করেছেন। এ ধরনের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার আরেকটি দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যায়, অপর এক স্থলে হযরত সা'দ বিন মুআযের মায়ের উক্ত দৃষ্টান্ত আবার তুলে ধরেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন শহীদদের দাফন করে মদিনায় ফিরে আসেন তখন মহিলা ও শিশু-কিশোররা তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য শহরের বাহিরে বেরিয়ে আসে। মদিনার সম্ভ্রান্ত নেতা সা'দ বিন মুআয (রা.) মহানবী (সা.)-এর উটনীর লাগাম ধরে রেখেছিলেন আর গর্বের সাথে সম্মুখ পানে ছুটে যাচ্ছিলেন। মনে হচ্ছিল যেন তিনি বিশ্ব বাসীকে একথা বলছেন যে, তোমরা দেখেছ! আমরা মহানবী (সা.)-কে নিরাপদে তাঁর ঘরে ফিরিয়ে এনেছি। শহরের দ্বারপ্রান্তে তিনি তার বৃদ্ধা মাকে আসতে দেখেন, যার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল ও ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল। উহুদের যুদ্ধে তার এক পুত্র আমর বিন মুআযও শহীদ হয়েছিলেন। তাকে দেখে সা'দ বিন মুআয (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমার মা আসছেন। তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কল্যাণরাজিসহ আসুন। বৃদ্ধা সামনে অগ্রসর হয়ে নিজের দুর্বল ও ক্ষীণ দৃষ্টিতে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র চেহারা দেখার জন্য এদিক সেদিক তাকাতে থাকেন। অবশেষে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র চেহারা সনাক্ত করে খুবই আনন্দিত হন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, মা! তোমার ছেলের শাহাদাতে আমি তোমার প্রতি সহমর্মিতা জ্ঞাপন করছি। এতে সেই পুণ্যবতী মহিলা বলেন, হুযূর! আমি যখন আপনাকে অক্ষত অবস্থায় দেখতে পেয়েছি, মনে করুন আমি সব দুঃখকে ভুনা করে খেয়ে ফেলেছি। বিপদাপদকে ভুনা করে খেয়ে ফেলা (আরবের) এক অদ্ভুত বাগধারা। আর এটি ভালোবাসার কতই না সুগভীর আবেগ-উচ্ছাসের বহিঃপ্রকাশ করছে। দুঃখ-যাতনা মানুষকে খেয়ে ফেলে। সেই মহিলা, যার বৃদ্ধ বয়সে তার বার্ধক্যের লাঠি ভেঙে গেছে, কী বীরত্বের সাথে বলছে যে, ছেলে-হারানোর দুঃখ আমাকে কী কাবু করবে, মুহাম্মদ (সা.) যেহেতু জীবিত আছেন তাই আমি সেই দুঃখ-যাতনাকে নিঃশেষ করে দিব। আমার ছেলের মৃত্যু আমাকে শেষ করবে না, বরং মহানবী (সা.)-এর জন্য সে নিজের প্রাণ দিয়েছে– এই বিষয়টি আমার শক্তি বৃদ্ধির কারণ হবে, আমার সামর্থ্য বাড়িয়ে তোলার কারণ হবে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) আনসারদের প্রশংসা করতে গিয়ে এবং তাদের জন্য দোয়া করতে গিয়ে বলেন, হে আনসারগণ, আমার প্রাণ তোমাদের জন্য উৎসর্গীকৃত, তোমরা কতই না সওয়াব বা পুণ্য অর্জন করেছ।

(দীবচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ২৫৬-২৫৭)

কা'ব বিন আশরাফের বিদ্রোহ, ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও শত্রুতা ছড়ানো, এমনকি মহানবী (সা.)-কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করার অপরাধে মহানবী (সা.) তাকে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি প্রদানের যে সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন সে ক্ষেত্রেও আনসার গোত্রের নেতা হিসাবে হযরত সা'দ বিন মুআযের পরামর্শকে অন্ত র্ভুক্ত করা হয়েছিল। এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ অর্থাৎ এই শাস্তির বাস্তবায়ন এবং কা'ব বিন আশরাফকে হত্যা করার বিস্তারিত বিবরণ কিছুদিন পূর্বে দু'জন সাহাবীর স্মৃতিচারণে বর্ণনা করেছি। (খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ৭ই ডিসেম্বর, ২০১৮ যা ২৮ শে ডিসেম্বর, ২০১৮ এর আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল এ প্রকাশিত হয়েছে, এবং খুতবা জুমা ৭ই ফেব্রুয়ারী, ২০২০ যা ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ২০২০ এর আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল এ প্রকাশিত হয়েছে) তবুও এই ঘটনার কিছু অংশ, অর্থাৎ যতটুকু হযরত সা'দ বিন মুআযের সাথে সম্পর্কযুক্ত, তা এখানেও বর্ণনা করছি। আর এখন যা বর্ণনা করব এর কিছু আমি সংগ্রহ করেছি আর কিছু উদ্ধৃতি সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তক থেকেই নেওয়া হয়েছে।

মহানবী (সা.) যখন হিজরত করে মদিনায় আসেন তখন কা'ব বিন আশরাফ অন্যান্য ইহুদিদের সাথে একত্রিত হয়ে সেই চুক্তিতে অংশগ্রহণ করে যা মহানবী (সা.) এবং ইহুদিদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্ব , শান্তি , নিরাপত্তা ও যৌথ-প্রতিরক্ষার বিষয়ে সম্পাদিত হয়েছিল। কিন্তু ভেতরে ভেতরে কা'বের মনে বিদ্বেষ ও শত্রুতার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে এবং সে গোপন কূটচাল ও গুপ্ত ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম ও ইসলামের প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধাচরণ আরম্ভ করে দেয়। অতএব লিখিত আছে যে, কা'ব প্রতি বছর ইহুদি আলেম ও মাশায়েখদেরকে অনেক দান-দক্ষিণা দিত। একদিন সে সেসব আলেমকে তাদের ধর্মীয় গ্রন্থাদির আলোকে মহানবী (সা.) সম্পর্কে প্রশ্ন করে যে, তোমাদের কী মনে হয়, তিনি (সা.) কি সত্যবাদী? তারা বলে, বাহ্যত তো তাকে সেই নবী-ই মনে হচ্ছে যার প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল এবং যার কথা আমাদের শিক্ষামালায় রয়েছে। কা'ব যেহেতু মহানবী (সা.) ও ইসলামের খুবই কট্টর বিরোধী ছিল, তাই এই উত্তর শুনে সে চরমভাবে ক্ষেপে যায় এবং তাদেরকে 'নিতান্ত অপদার্থ ' বলে গালাগাল করে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়; আর তাদেরকে যে দক্ষিণা দিত, তা-ও তাদেরকে দেয় নি। দক্ষিণা যখন বন্ধ হয়ে যায়, অর্থাৎ তাদেরকে যে ভাতা দেওয়া হতো তা যখন বন্ধ হয়ে যায়, টাকার লোভ তো মৌলভীরা এখনও ছাড়তে পারে না, তাদের অবস্থাও তা-ই ছিল, তখন তারা কিছুদিন পর কা'বের কাছে গিয়ে বলে, আমরা পুনরায় গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখেছি– আসলে মুহাম্মদ (সা.) সেই নবী নন, যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। তাদের এই কথায় খুশি হয়ে সে (অর্থাৎ কা'ব) তাদের ভাতা পুনর্বহাল করে; অর্থাৎ যে দান-দক্ষিণা সে দিতো, তা দিয়ে দেয়।

ইমামের বাণী

তোমাদের জন্য সাহাবাগণের আদর্শ রয়েছে। লক্ষ্য কর, কিভাবে তাঁরা জগত বিমুখ হয়ে গিয়েছিলেন।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৩১)

দোয়াপ্রার্থী: **Abdur Rehman Khan, Manager Lilly Hotel (Gwahati)**

ইমামের বাণী

ইসলামকে অনেক দুর্যোগময় সময়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হতে হয়েছে। সেই শরৎ অতীত হয়েছে, এখন বসন্ত এসেছে।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৬৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Nur Jahan Begum, Jamat Ahmadiyya kolkata**

যাহোক ইহুদি আলেমদেরকে পুনরায় নিজের সাঙ্গপাঙ্গ করে নেওয়াটা সাধারণ একটি বিষয় ছিল, কিন্তু ভয়ঙ্কর বিষয় যেটি ছিল তা হলো, বদরের যুদ্ধের পর সে এমন পন্থা অবলম্বন করে যা অত্যন্ত অশান্তিপূর্ণ ও নৈরাজ্যকর ছিল এবং যার ফলে মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। বদরের যুদ্ধে মুসলমানরা যখন অসাধারণ এক জয় লাভ করে এবং কুরাইশদের অধিকাংশ নেতা নিহত হয়, তখন সে অর্থাৎ কা'ব বুঝতে পারে যে, এই নতুন ধর্ম এত সহজে ধ্বংস হবে বলে মনে হচ্ছে না। প্রারম্ভে আমাদের ধারণা ছিল যে, এটি এমনিতেই শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু না, এখন মনে হচ্ছে এটি বিস্তার লাভ করবে। সুতরাং বদরের যুদ্ধের পর ইসলামকে নিশ্চিহ্ন ও ধ্বংস করার জন্য সে সমস্ত চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালায় এবং কোন পন্থা বাদ রাখে নি। সে দৃঢ় সংকল্প করে যে, আমি ইসলামকে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করেই ছাড়ব। আর আমি যেমনটি বলেছি, বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ের পর সে ক্রোধ এবং রাগে আরো বেশি ফেটে পড়ে। আর এই ক্রোধের কারণে যখন সে সংকল্পবদ্ধ হয় যে, আমি ইসলামকে ধ্বংস করেই ছাড়ব, তখন তাৎক্ষণিকভাবে সফরের প্রস্তুতি নিয়ে সে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। সেখানে পৌঁছেসে নিজের বাকপটুতা এবং বিদ্রোহী কবিতার মাধ্যমে কুরাইশদের হৃদয়ের জ্বলন্ত আগুনে ঘি ঢেলে দেয়, অর্থাৎ তাদেরকে আরো উস্কে দেয়। তাদের হৃদয়ে মুসলমানদের রক্তের অতৃপ্ত পিপাসা সৃষ্টি করে যে, তোমরা হেরে গেছ, তোমাদের নেতাদেরকে তারা হত্যা করেছে আর তোমরা নির্বিকার বসে আছ, যাও এবং প্রতিশোধ নাও। তারা এতে প্ররোচিত হয়ে যায়। সে তার বক্তৃতা ও বিদ্রোহী কবিতার মাধ্যমে তাদের হৃদয়কে প্রতিশোধের অনল ও শত্রুতায় পূর্ণ করে দেয়। কা'ব-এর প্ররোচনায় তাদের আবেগ-অনুভূতিতে যখন চরম পর্যায়ের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি হয় তখন সে তাদেরকে কা'বা গৃহের প্রাঙ্গনে নিয়ে গিয়ে কা'বার পর্দা তাদের প্রত্যেকের হাতে ধরিয়ে তাদের কাছ থেকে শপথ গ্রহণ করে যে, ইসলাম ও ইসলামের প্রতিষ্ঠাতাকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে ধূলিসাৎ না করা পর্যন্ত আমরা শান্তিতে বিশ্রাম নিব না। সে কেবল মক্কায় এরূপ উত্তেজনাকর পরিবেশ সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হয় নি, বরং এই হতভাগা আরবের অন্যান্য গোত্র অভিমুখে যাত্রা করে এবং প্রত্যেক জাতির নিকট গিয়ে প্রতিটি গোত্রে ঘুরে ঘুরে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মানুষকে উত্তেজিত করতে থাকে। এরপর মদিনায় ফিরে এসে পুনরায় নিজের ইসলাম বিরোধী গতিবিধিকে তরান্বিত করে এবং অমুসলিমদের কাছে, বিশেষ করে ইহুদিদের কাছে তার উত্তেজক পঙ্‌ক্তিতে অশ্লীল ও নোংরা ভাষায় মুসলমান নারীদের কথা উল্লেখ করত। আর শুধু বিরোধিতার আগুন প্রজ্বলিত করেই সে ক্ষান্ত হয় নি, বরং পরিশেষে সে মহানবী (সা.)-কে হত্যা করারও অপচষ্টা বরং ষড়যন্ত্র করেছে। আর কোন এক দাওয়াতের বাহানায় সে মহানবী (স.) কে তার বাড়িতে ডাকে এবং কয়েকজন ইহুদি যুবককে দিয়ে তাঁকে (সা.) হত্যার ষড়যন্ত্র করে। খোদার কৃপায় যথাসময়ে তিনি (সা.) এ বিষয়টি অবগত হন, খোদা তা'লা তাঁকে (সা.) এ বিষয়টি জানিয়ে দেন আর এভাবে তার ষড়যন্ত্র বিফল হয়। বিষয়টি যখন এতদূর গড়ায় এবং ক্বাবের বিরুদ্ধে অঙ্গীকার ভঙ্গ, (যে অঙ্গীকার করেছিল তা সেভঙ্গ করে), রাষ্ট্রদ্রোহিতা (যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত ছিল তার বিদ্রোহ), যুদ্ধের উসকানি, নৈরাজ্য সৃষ্টি, অশ্লীল বক্তব্য এবং হত্যার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় তখন মহানবী (স.), যিনি সেই বহুজাতিক সন্ধিচুক্তির ভিত্তিতে, যা তাঁর মদিনায় আগমনের পর মদিনাবাসীর সাথে সম্পাদিত হয়েছিল, মদিনা রাষ্ট্রের রাষ্টপ্রধান এবং প্রধান বিচারক ছিলেন, তিনি (সা.) এ সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে, কাব বিন আশরাফ তার কৃতকর্মের কারণে মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধী। আর নিজের কতিপয় সাহাবীকে তিনি (সা.) এই নির্দেশ প্রদান করেন যেন তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। পরিস্থিতি বিবেচনায় এবং প্রজ্ঞার দাবি অনুযায়ী তিনি (সা.) এ নির্দেশনা প্রদান করেন যে, কাবকে যেন প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া না হয়, বরং কয়েকজন মিলে যেন সুযোগ বুঝে নীরবে-নিভৃতে তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে। আর এ দায়িত্ব তিনি অওস গোত্রের একজন নিষ্ঠাবান সাহাবী মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)-এর স্কন্ধে অর্পণ করেন এবং তাকে জোরালো নির্দেশ দিয়ে বলেন, তোমরা যে কৌশলই অবলম্বন কর না কেন অওস গোত্রের নেতা সা'দ বিন মুআয-এর সাথে অবশ্যই পরামর্শ করে নিবে। অতএব মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) সা'দ বিন মুআয এর পরামর্শ ক্রমে আবু নায়লা ও আরো দু'তিনজন সাহাবীকে নিজের সাথে নেন এবং কাবের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ কার্যকর করেন। তাকে হত্যার জন্য যে কৌশল বা পন্থা অবলম্বন করা হয়েছিল তার বিশদ বিবরণ, যেমনটি আমি বলেছি, কতিপয় সাহাবীর স্মৃতিচারণের সময় পূর্বে ই উপস্থাপন করেছি। (খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ৭ই ডিসেম্বর, ২০১৮ যা ২৮ শে ডিসেম্বর, ২০১৮ এর আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল এ প্রকাশিত হয়েছে, এবং খুতবা জুমা ৭ই ফেব্রুয়ারী, ২০২০ যা ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ২০২০ এর আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল এ প্রকাশিত হয়েছে)

যাহোক, যে কৌশল অবলম্বন করা হয়েছিল সে অনুসারে রাতের বেলায় তাকে ঘর থেকে বের করে হত্যা করা হয়েছিল। সকাল বেলা তার হত্যার সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে শহরে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় আর ইহুদিরা ভীষণ উত্তেজিত হয়ে যায়। আর পরের দিন সকালে ইহুদিদের একটি প্রতিনিধি দল মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে অভিযোগ করে যে, আমাদের সর্দার কাব বিন আশরাফকে এভাবে হত্যা করা হয়েছে। তাদের কথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, তোমরা কি জানো না সে কী কী অপরাধের অপরাধী? সে নিহত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তার অপরাধ ছিল আর সেই অপরাধের শাস্তি সে পেয়েছে। এরপর মহানবী (সা.) তাদেরকে সংক্ষেপে কাবের অঙ্গীকার ভঙ্গ, যুদ্ধের উসকানি, নৈরাজ্য সৃষ্টি, অশ্লীল বক্তব্য এবং হত্যার ষড়যন্ত্র ইত্যাদি অপকর্মের কথা স্মরণ করান। তখন তারা ভয় পেয়ে নীরব হয়ে যায়। তারা সবাই জানত যে, সে এসব অপরাধ করছিল। এরপর মহানবী (সা.) তাদেরকে বলেন, তোমাদের উচিত ভবিষ্যতের জন্য হলেও শান্তি ও সহযোগিতাপূর্ণ জীবনযাপন করা এবং শত্রুতা ও নৈরাজ্যের বীজ বপন না করা। অতএব ইহুদিদের সম্মতিক্রমে ভবিষ্যতের জন্য একটি নতুন অঙ্গিকারনামা বা চুক্তি লেখা হয় আর ইহুদিরা নতুনভাবে মুসলমানদের সাথে শান্তি ও নিরাপত্তাপূর্ণ জীবনযাপনের এবং ফিতনা ও নৈরাজ্য এড়িয়ে চলার অঙ্গীকার করে। অর্থাৎ নতুন একটি চুক্তিপত্র লিখা হয়। ইতিহাসে কোথাও এর উল্লেখ নেই যে, এরপর ইহুদিরা কখনো কাব বিন আশরাফের হত্যার কথা উল্লেখ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আরোপ করেছে। কেননা তারা মনে মনে এটি অনুভব করত যে, কাব তার অপরাধের শাস্তি পেয়েছে আর সে এই শাস্তি পাওয়ারই যোগ্য ছিল যা তাকে দেওয়া হয়েছে।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৪৬৭-৪৭১)

মহানবী (সা.)ও কখনো অস্বীকার করেন নি যে, আমরা এটি করি নি অথবা এ বিষয়ে আমরা কিছুই জানি না, বরং তিনি (সা.) তখন তার সব অপরাধের কথা উল্লেখ করেন। এছাড়া এই বিষয়টিও সুস্পষ্ট যে, এটি মহানবী (সা.)-এর সিদ্ধান্ত ছিল এবং তিনি (সা.) সরকার প্রধান ছিলেন। আর মদিনার দুজন নেতার মতামতও এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল যারা মুসলমান ছিলেন অর্থাৎ সা'দ বিন মাআয এবং আরেকজন।

ইহুদি গোত্র বনু নযীর প্র তারণার মাধ্যমে মহানবী (সা.)এর ওপর পাথর ফেলে তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। আল্লাহ্ তা'লা ওহীর মাধ্যমে মহানবী (সা.)-কে (এই ষড়যন্ত্রের) সংবাদ অবহিত করেন। মহানবী (সা.) সাহাবীদের সাথে সেই গোত্রের কাছে গিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি (সা.) তাৎক্ষণিকভাবে মদিনায় ফিরে আসেন। পরবর্তীতে মহানবী (সা.) সেই গোত্রকে অবরুদ্ধ করার নির্দেশ দেন। ৪র্থ হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসে নিজেদের নিরাপত্তার খাতিরে মহানবী (সা.)-কে বাধ্য হয়ে বনু নযীরের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী প্রেরণ করতে হয়। এর ফলে অবশেষে এই গোত্র মদিনা থেকে বহিষ্কৃ ত হয়। বনু নযীরের যুদ্ধের গনিমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হস্তগত হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত সাবেত বিন কায়েস (রা.)-কে ডেকে বলেন, তোমার জাতিকে আমার কাছে ডেকে আন। হযরত সাবেত নিবেদন করেন, হে আল্লাহর রসূল (সা.)! শুধু কি খাযরাজকে (ডেকে আনব)?

যুগ ইমামের বাণী

যতক্ষণ পর্যন্ত না পরীক্ষা আসে, ঈমান কোন মূল্য রাখে না। অনেক মানুষ আছে, পরীক্ষার সময় যাদের পদস্খলন ঘটে এবং কষ্টের সময় ঈমান দোদুল্যমান হয়ে পড়ে। (মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৫৮)

দোয়াপ্রার্থী: Begum Asyea Khatun, Harhari, Murshidabad

যুগ খলীফার বাণী

আধ্যাত্মিকতায় উন্নতির প্রথম সিড়ি হল নামায। যৌবনকালের ইবাদত খোদা তা'লার নিকট বিশেষ গ্রহণযোগ্যতা রাখে।

(২০১৯ সালে জার্মানীতে খুদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমা উপলক্ষ্যে বিশেষ বার্তা)

দোয়াপ্রার্থী: Nur Alam and family, Dhantala, Jalpaiguri District

উত্তরে তিনি (সা.) বলেন, সমস্ত আনসারকে ডেকে আন, তারা যে গোত্রেরই হোক না কেন। অতএব তিনি (রা.) অওস ও খাযরাজ গোত্রের লোকদের মহানবী (সা.)-এর নিকট ডেকে আনেন। রসূলুল্লাহ্(সা.) তাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করেন। তিনি (সা.) আল্লাহ্ তা'লার প্রাপ্য প্রসংশা ও গুণকীর্তন করেন। এরপর মুহাজেরদের ওপর আনসারদের অনুগ্রহ অর্থাৎ আনসারদের দ্বারামুহাজেরদেরকে নিজেদের ঘরে আশ্রয় দেওয়া এবং মুহাজেরদেরকে নিজেদের প্রাণের ওপর প্রাধান্য দেওয়ার উল্লেখ করেন যে, আনসাররা মুহাজেরদের প্রতি কী কী ভাবে অনুগ্রহ করেছেন! এরপর তিনি (সা.) বলেন, তোমরা সম্মত থাকলে আমি বনু নযীর থেকে অর্জিত গনিমতের মাল বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ তোমাদের ও মুহাজেরদের মাঝে ভাগ করে দিব আর মুহাজেররা পূর্বের মতোই তোমাদের বাড়িঘরে বসবাস করবে। গনিমতের যে সম্পদ পাওয়া গেছে তা দুই অংশে বণ্টন হবে। কিন্তু শর্ত হলো যেভাবে তারা পূর্বে তোমাদের বাড়িঘরে বসবাস করছে এবং তোমরা তাদের সাথে যে অনুগ্রহের আচরণ করছ তা করতে থাক। এই সম্পদ সমভাবে বণ্টন করে নাও। আর দ্বিতীয়ত উপায় হলো, তোমরা সম্মত থাকলে এই সম্পদ আমি মুহাজেরদের মাঝে বণ্টন করে দিব। আমি আনসারদের কিছুই না দিয়ে প্রাপ্ত সম্পদের সবটুকুই মুহাজেরদের মাঝে বণ্টন করে দিব। তাহলে তারা তোমাদের ঘর থেকে বের হয়ে যাবে। অর্থাৎ তখন তারা আর তোমাদের বাড়িতে থাকবে না, নিজেরা নিজেদের ব্যবস্থা করে নিবে, কেননা এখন তারা সম্পদ পেয়ে গেছে। একথা শুনে হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.) এবং হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.) পরস্পর পরামর্শ করার পর দুজনে মিলে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! এই সম্পদ আপনি মুহাজেরদের মাঝে বণ্টন করে দিন এবং তারা আরো বলেন, কিন্তু তারা যথারীতি আমাদের ঘরেই বসবাস করবে। সম্পদ গ্রহণের পর তারা আমাদের ঘর থেকে বের হয়ে যাক, এটি আমরা চাই না। তারা যেভাবে আমাদের ঘরে বসবাস করছে এবং যেভাবে তাদের সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন প্রতিষ্ঠিত আছে, তা সেভাবেই অটুট থাকবে। সেইসাথে আনসাররা নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমরা এতে সম্মত আছি এবং (আপনার সিদ্ধান্ত) আমাদের জন্য শিরোধার্য । আপনি যদি মুহাজেরদের মাঝে এ সম্পদের সবটুকুই বিতরণ করে দেন তাতে আমাদের কোন অনুযোগ থাকবে না। একথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, হে আল্লাহ্! তুমি আনসারদের প্র তি দয়া কর এবং তাদের পরবর্তী প্রজন্মের প্রতি অনুগ্রহ কর। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা.) গনিমতের মাল বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ মুহাজেরদের মাঝে বণ্টন করে দেন আর দু'জন অভাবী ব্যক্তি ছাড়া আনসারদের মাঝে আর কাউকে তা থেকে কিছুই দেন নি। তারা হলেন যথাক্রমে হযরত সাহাল বিন হুনায়েফ (রা.) এবং আবু দুজানা (রা.)। মহানবী (সা.) হযরদ সা'দ বিন মু'আয (রা.)-কে আবু হুকায়েক ইহুদির তরবারি দান করেন। ইহুদিদের মাঝে এই তরবারিটির খুব খ্যাতি ছিল। অর্থাৎ এরপর হযরত মুআয (রা.)-কে একটি তরবারি দিয়েছিলেন।

(এটলাস সীরাতুন্নাবী, পৃ: ২৬৪-২৬৫) (সাবালুল হুদা ওয়ার রুশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩২৫)

যখন ইফকের ঘটনা ঘটে এবং হযরত আয়েশা (রা.)-এর প্রতি জঘন্য অপবাদ আরোপ করা হয় তখন মহানবী (সা.) ও হযরত আয়েশা (রা.) এবং তাঁদের পরিবারকে অতি কষ্টের মধ্য দিয়ে যেতে হয়, আর মুনাফিকদের এই নোংরা আচরণের কথা মহানবী (সা.) সেযুগেই কিছু দিন পর এক উপলক্ষ্যে সাহাবীদের সামনে উল্লেখ করেন তখনও হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.) এক নিঃস্বার্থ ও নিবেদিতপ্রাণ সেবক হওয়ার প্রমাণ রাখেন। এই ঘটনাটি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন, যার বিশদ বিবরণ আমি ইতিপূর্বে একজন সাহাবী হযরত মিসতা (রা.)-এর স্মৃতিচারণের সময় উল্লেখ করেছি। তথাপি হযরত সা'দ (রা.) সম্পর্কিত বিবরণটুকু আমি এখানে তুলে ধরছি। যেমনটি আমি বলেছি, সেযুগে মহানবী (সা.) একদিন ঘর থেকে বাহিরে এসে সাহাবীদের একত্রিত করে বলেন, এমন কেউ কি আছে যে আমাকে সেই ব্যক্তি হতে রক্ষা করবে যে আমাকে কষ্ট দিয়েছে? এর দ্বারা তিনি (সা.) আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুলের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন। হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.), যিনি অওস গোত্রের নেতা ছিলেন, দাঁড়িয়ে যান এবংনিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা.)! সেই ব্যক্তি যদি আমাদের মধ্য থেকে হয়ে থাকে তাহলে আমরা তাকে হত্যা করতে প্রস্তুত আছি। আর সে যদি খাজরায গোত্রেরও হয় তবুও আমরা তাকে হত্যা করতে প্রস্তুত রয়েছি। (তফসীর কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২৬৮-২৭০)

খন্দকের যুদ্ধের সময় আবু সুফিয়ান বনু নযীর গোত্রের নেতা হুঈ'কে বনু কুরায়যার নেতা কা'ব বিন আসওয়াদের কাছে এই বার্তা দিয়ে প্রেরণ করে যে, মুসলমানদের সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ কর। সে তা মানতে অস্বীকৃতি জানালে তাকে সবুজ বাগানের প্রলোভন দেখিয়ে এবং মুসলমানদের ধ্বংসের নিশ্চয়তা দেওয়ার মাধ্যমে মুসলমানদের সাথে কৃত অঙ্গীকার পালন না করতে তাকে শুধু রাজি-ই করায় নি বরং তাকে মক্কার কাফেরদের সাহায্যকারী হওয়ার ব্যাপারেও সম্মত করে নেয়।

এই ঘটনার বর্ণনা করতে গিয়ে সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেছেন

"মহানবী (সা.) যখন বনু কুরায়যার ভয়ানক বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে অবগত হন, তখন তিনি (সা.) প্র থমে দুই-তিন বার গোপনে যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.)-কে পরিবেশ পরিস্থিতি অবগত হওয়ার জন্য প্রেরণ করেন। আর এরপর তিনি (সা.) আনুষ্ঠানিকভাবে অওস ও খাযরাজ গোত্রের নেতা সা'দ বিন মুআয (রা.) ও সা'দ বিন উবাদা (রা.) এবং অন্যান্য কতিপয় সাহবীকে একটি প্রতিনিধি দল হিসেবে বনু কুরায়যার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন আর তাদেরকে এই তাগিদপূর্ণ নির্দেশ দেন যে, কোন উদ্বেগজনক সংবাদ থাকলে ফিরে এসে তা প্রকাশ্যে বলবে না বরং ইশারা ইঙ্গিতের আশ্রয় নিবে যেন মানুষের মাঝে অস্থিরতা সৃষ্টি না হয়। তারা যখন বনু কুরায়যার বসতিস্থলে পৌঁছন এবং তাদের নেতা কা'ব বিন আসওয়াদ-এর কাছে যান তখন সেই দুর্ভাগা অত্যন্ত দাম্ভিকতার সাথে সাক্ষাৎ করে এবং এই দুই সা'দ অর্থাৎ, সা'দ বিন মুআয (রা.) এবং সা'দ বিন উবাদা (রা.)-এর পক্ষ থেকে চুক্তির কথা উল্লেখ হতেই সে এবং তার গোত্রের লোকেরা উত্তেজিত হয়ে বলে, যাও! মুহাম্মদ (সা.) এবং আমাদের মাঝে কোন চুক্তি সম্পাদিত হয় নি। আমরা কোন চুক্তি করি নি। এ কথা শুনে সাহাবীদের এই প্রতিনিধিদল ফিরে আসে এবং সা'দ বিন মুআয (রা.) ও সা'দ বিন উবাদা (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে যথাযথভাবে মহানবী (সা.)-কে উক্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করেন।"

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৫৮৪-৫৮৫)

যাহোক তখন তাদের এ আচরণ মুসলমানদের জন্য অনেক বড় ধাক্কা ছিল। মক্কার কাফেররা চতুর্দিক থেকে মদিনা অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। মক্কার কাফেরদের পক্ষ থেকে যুদ্ধের অবস্থা বিরাজ করার কারণে এ গোত্রের বিরুদ্ধে কার্যকর কোন পদক্ষেপ নেয়াও সম্ভব ছিল না। কিন্তু যুদ্ধ শেষে শহরে ফিরে আসার পর মহানবী (সা.)-কে আল্লাহ্ তা'লা দিব্যদর্শনের মাধ্যমে বনু কুরায়যার বিশ্বাসঘাতকতা ও বিদ্রোহের শাস্তি প্রদানের কথা বলেন। এ আদেশ আসে যে, তাদের শাস্তি পাওয়া উচিত। তখন মহানবী (সা.) সার্বজনীন ঘোষণা জারি করে বলেন, বনু কুরায়যার দুর্গের উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে যাও এবং আসর নামায সেখানে গিয়েই যেন পড়া হয়। আর তিনি (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে সাহাবীদের একটি দলের সাথে তাৎক্ষণিকভাবে অগ্রে প্রেরণ করেন। এ যুদ্ধের বিস্তারিত বর্ণনা কিছুটা দীর্ঘ, যেখানে পরিশেষে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)-এরও ভূমিকা রয়েছে। এখন সময় সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে ইনশাআল্লাহ্ তা'লা ভবিষ্যতে এর বিস্তারিত বিরবণ তুলে ধরব।

****

যুগ খলীফার বাণী

নামাযের গুরুত্ব অনুধাবন করুন এবং বা-জামাত নামায পড়ার চেষ্টা করুন। এটি এমন আশিসময় ইবাদত যা বান্দার সঙ্গে স্রষ্টার মিলন সাধন করে। (২০১৯ সালে জার্মানীতে খুদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমা উপলক্ষ্যে বিশেষ বার্তা)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa and family, Berhampore, Dist-Murshidabad

৩১ শে জুলাই, ২০২০, ইসলামাবাদ, টিলফোর্ডের মসজিদে মোবারক থেকে প্রদত্ত ঈদুল আযহার খুতবার সারাংশ

হুযূর (আই.) তাশাহহুদ, তাআ'ব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের বলেন, আজ পবিত্রঈদুল আযহা,যা কুরবানির ঈদ নামে পরিচিত। সমগ্র মুসলিম বিশ্ব অত ন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে আজ এটি উদযাপন করছে, সময়ের পার্থক্যের কারণে কোথাও কোথাও কাল তা উদযাপিত হবে। এটি সেই মহান আত্মত্যাগের ঘটনাকে জাগরুক রাখার জন্য পালিত হয় যা চার হাজার বছরেরও অধিক পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল। মুসলমানরা ইসলামের সূচনা থেকেই এই ঈদ পালন করে আসছেন, আর এত দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও এই আত্মত ্যাগ বা এর স্মরণে কোন কমতি হয় নি। এটি সত্য যে এমন অনেকেই আছে যারা এটিকে কেবলমাত্র আনন্দের একটি উপলক্ষ্য হিসেবে উদযাপন করে থাকে; তারা লৌকিকতা স্বরূপ পশুও কুরবানি করে। কিন্তু একজন মুমিন স্মরণ রাখেএক মহান আত্মত্যাগকে, স্মরণ রাখে এর গুরুত্ব ও প্রেরণাকে; আর সেভাবে স্মরণ রাখে যেভাবে তা স্মরণ রাখা উচিত। হাজার-হাজার বছর পূর্বে পিতা-পুত্রের করাসেই মহান উৎসর্গএক মুমিনকে আবেগপ্রবণ করে দেয়। আল্লাহ্তা'লা এই ঘটনাটিকে পবিত্র কুরআনে সংরক্ষণ করে কুরবানি বা আত্মোৎসর্গের এক মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন এবং একজন মুমিনকে এই আদর্শ সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখার নির্দেশ দিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত এটি স্মরণ রাখার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এটি কতই না উচ্চাঙ্গীন আদর্শ, যা স্মরণ করে আজও হৃদয় আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ে। এটি কোন যেন-তেন ব্যাপার নয় যে নব্বই ছুঁই-ছুঁই এক বৃদ্ধ ব্যক্তির কাছে স্বপ্নে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আদেশ আসে যে 'তোমার পুত্রকে জবাই কর', আর তিনি সেটিকে আক্ষরিক অর্থেই পূর্ণ করার নিমিত্তে বার্ধক্যে প্রাপ্ত একমাত্র পুত্রকে জবাই করতে প্রস্তুত হয়ে যান! আর কেবল পিতাই নন, বরং সেই পুত্রও নিতান্ত নবীন হওয়া সত্ত্বেওসানন্দে তাতে সম্মতি দেন-যদি এটি আল্লাহ্র অভিপ্রায় হয়ে থাকে, তবে আমি প্রস্তুত। পুত্রের উত্তরটিও আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষণ করে দিয়েছেন-'হে আমার পিতা! আপনাকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা পালন করুন। আল্লাহ্ চাইলে আপনি আমাকে জ্বর্যশীল-ই পাবেন।' আল্লাহ্র পথে স্বেচ্ছায় আত্মোৎসর্গকারী এবং আল্লাহ্র সত্ত্বায় পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনকারীর জন্য তার এই উত্তরও এক আদর্শ উত্তর। এভাবে পিতা-পুত্র মিলেশিশু থেকে বৃদ্ধ– সকলের জন্য আত্মত্যাগের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই মহান আত্মোৎসর্গের ঘটনা স্মরণ করলেই আমাদের হৃদয় আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ে, চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু কেবল এটুকুই আমাদের জন্য যথেষ্ট নয়, বরং আমাদের নিজেদের এই অঙ্গীকার– 'সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকারে সর্বদা প্রস্তুত থাকব'– এর আলোকে আত্মবিশ্লেষণ করাও আবশ্যক।

হযরত ইব্রাহীম (আ.), যিনি এতটা কোমলচিত্ত ছিলেন যে শত্রুর কষ্টও সইতে পারতেন না; যাকে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে 'আওয়াহুনহালীম' অর্থাৎ অত্যন্ত কোমলচিত্ত, অতিশয় নম্র আখ্যা দিয়েছেন, তার পক্ষে কি নিজ পুত্রকে জবাই করার সিদ্ধান্ত নিতে কোন কষ্ট হয় নি? অবশ্যই হয়েছে! কিন্তু তিনি নিজের ব্যক্তিগত দুঃখকে একপাশে সরিয়ে রেখে শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি ও ভালবাসাকে সব কিছুর উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। আর তার এই কাজটিই তাকে অন্যদের থেকে অনন্য করেছে; আর তার এই অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণেই কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানরা যখনই মহানবী (সা.)-এর উপর দরূদ পাঠ করবে, হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কেও স্মরণ করতে থাকবে। আল্লাহ্র পথে উৎসর্গিত হওয়ার যেপ্রেরণা ও স্পৃহা পিতা-পুত্রের মাঝে সৃষ্টি হয়েছিল, তার কারণ কী ছিল? তারা জানতেন-এই আত্মত্যাগই তাদের উন্নতির সোপান, এর বিনিময়ে তারা আল্লাহ্র নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভ করতে চলেছেন; আর তারা ধন্য ছিলেন যে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে এই ত্যাগ স্বীকারের জন্য বেছে নিয়েছেন। তারা একটি বারও এই কুধারণা মনে ঠাঁই দেন নি যে এই আত্মত্যাগের মাধ্যমে তারা আল্লাহ্র প্রতি কোন অনুগ্রহ করছেন! বরং তারা এটিকে খোদা তা'লার অপার কৃপা জ্ঞান করেছিলেন যে আল্লাহ্ তাদেরকেএই ্যাগ স্বীকারের জন্য উপযুক্ত মনে করেছেন। তাই আমরাও যখন সবরকম ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকার অঙ্গীকার করি, তখন আমাদেরও মন-মস্তিষ্কে একথা প্রোথিত রাখা উচিত–আমাদের ত্যাগ-তিতীক্ষা কোন মূল্যই রাখে না; এটি আল্লাহ্ তা'লার কৃপা যে তিনি আমাদেরকে ত্যাগ স্বীকার করার সুযোগ দিয়েছেন। আমাদের যেকোন ত্যাগের প্রতিদান তোআল্লাহ্ তা'লা বহু গুণে বর্ধিত করে প্রদান করেন, যার প্রত্যক্ষ সাক্ষী অসংখ্য আহমদী। সুতরাং ত্যাগের এই স্পৃহা সাময়িক হলে চলবে না, বরং তা আমাদের জীবনের স্থায়ী ও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হওয়া উচিত।যখন আমরা এরূপ হওয়ার জন্য পূর্ণ প্রচেষ্টা করব, তখন পুণ্যের এই ধারা পরবর্তী প্রজন্মের মাঝেও প্রবাহমান হবে; স্ত্রী-সন্তানদের মাঝেও এই বোধোদয় হবে যে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জনই আমাদের জীবনের উদ্দেশ ্য। তাই নিজ বাড়িতে এমন পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ব্যাপকভাবে দোয়াও পুণ্যকর্ম সাধনের প্রয়োজন রয়েছে।

হযরত ইব্রাহীম (আ.) তার পুত্র ইসমাঈল (আ.)-এর সম্মতিতে তার গলায় ছুরি চালাতে উদ্যত হলে আল্লাহ্ তা'লা তাকে আক্ষরিক অর্থে ছুরি চালাতে বারণ করেন এবং বলেন, 'এভাবেই আমরা পুণ ্যবানদের প্রতিদান দিয়ে থাকি।' সেই প্রতিদান কী? তা হল–আল্লাহ্র পরম নৈকট্য অর্জন এবং আরও নিত্যনতুন ত্যাগ স্বীকারের সুযোগ লাভ করা এবং আল্লাহ্র নৈকট্যের আরও নতুন নতুন নিদর্শন দেখা। বস্তুতঃ এজন্যই হযরত হাজেরাও আত্ম্যাগের সুযোগ লাভ করেন। যখন আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশে হযরত ইব্রাহীম (আ.) তার সহধর্মিনী হযরত হাজেরা ও ইসমাঈল (আ.)-কে মক্কার ঊষর, জনমানবহীন মরুপ্রান্তরে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং মাত্র এক মশক পানি ও এক থলে খেজুর দিয়েই ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন হযরত হাজেরা তার কাছে এর কারণ জানতে চান। হযরত ইব্রাহীম (আ.), যিনি অত্যন্ত কোমল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, মানবীয় আবেগের কারণে মুখে কোন উত্তর দিতে পারেন নি, কেবল হাত দিয়ে উপরের দিকে ইশারা করেন। ইব্রাহীম (আ.)-এর পবিত্র সান্নিধ্য ও কুরবানির কারণেই হযরত হাজেরাও সেই মহিয়সী নারীতে পরিণত হয়েছিলেন যে তিনি তৎক্ষণাৎ জবাব দেন, 'এটি যদি আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ হয়ে থাকে, তবে আপনি নিশ্চিন্তে যেতে পারেন; আমাদের কোন সমস্যা হবে না।' আল্লাহ্র উপর এই অগাধ আস্থার কারণেই আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে ও তার পুত্রকে রক্ষা করেন; আর কেবল রক্ষাই করেন নি, বরং তার বংশধরদের মধ্য থেকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মত মহান ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূলকে আবির্ভূত করেন। তাই আজকের দিন হল সেই মহান পরিবারের আত্মত্যাগ ও আল্লাহ্র উপর তাদের অগাধ আস্থার কথা স্মরণ করার দিন। কিন্তু কেবল এটিকে স্মরণ করাই কি যথেষ্ট? কক্ষনও না, বরং প্রত্যেককে তাদেরএই আদর্শ অনুসরণও করতে হবে। যখন আমরা তাদের আদর্শ নিজেরাও আতস্থ করতে সক্ষম হব, তখন আল্লাহ্ তা'লার কৃপাবারিও ব্যাপকহারে বর্ষিত হবে। এ যুগের প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী (আ.)-কেও আল্লাহ্ তা'লা একাধিকবার ইব্রাহীম নামে সম্বোধন করেছেন। তাই তাকে মান্য করে আমরা যদি বিশ্বব্যাপী ইসলাম ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পতাকাকে সমুন্নত রাখতে চাই, তবে আমাদের প্রত্যেক পুরুষের ইসমাঈল ও প্রত্যেক নারীর হাজেরা হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। যদি আমরা ধর্মের জন্য ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হই, তবে আল্লাহ্ তা'লাও নিত্য-নতুন উপায় বাতলে দেবেন। যদি আমরা প্রত্যেকেই প্রকৃত অর্থে ধর্মকে পার্থিবতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার অঙ্গীকার পালনকারী হই, তবে পৃথিবীতে এক বিপ্লব সৃষ্টি হবে; কিন্তু কুরবানি ও আত্মোৎসর্গ ছাড়া পৃথিবীতে বিপ্লব সৃষ্টি হতে পারে না।

হুযূর (আই.) বলেন, এমন কিছু মা আছেন,যারা সন্তান ওয়াকফে নও স্কীমে তো অন্তর্ভুক্ত করেন; কিন্তু যখন সন্তান বড় হয় তখন অনুযোগ করেন যে সন্তান ওয়াকেফে যিন্দেগী হলে তাদের জীবনযাপন কষ্টকর হবে। আবার অনেক ওয়াকফে নও সন্তানও বড় হওয়ার পর জীবন উৎসর্গ করতে অনীহা প্রদর্শন করে। হুযূর বলেন, একবার স্বেচ্ছায় আল্লাহ্র পথে সন্তানকে উৎসর্গের অঙ্গীকার করার পর পার্থিবতার অজুহাতে সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করা নিতান্ত অর্থহীন। তাই ওয়াকফে নওদের নিজেদের জীবন জামাতের সেবায় উৎসর্গ করা উচিত; অধিক সংখ্যায় তাদের মোবাল্লেগ হয়ে পৃথিবীব ্যাপী ইসলাম-আহমদীয়াতের প্রচার করা উচিত; ডাক্তার-শিক্ষকসহ অন্যান্য পেশায় অংশ নিয়েও জামাতের সেবা করা উচিত। কুরবানির এই ইতিহাস শুনেই

দোয়াপ্রার্থী: Sk Hatem Ali, Uttar Hajipur, Diamond Harbour

মহানবী (সা.)-এর বাণী

সমস্ত কর্মের পরিণাম নির্ভর করে নিয়ত বা সংকল্পের উপর। প্রত্যেক মানুষ এই নিয়ত বা সংকল্প অনুযায়ীই প্রতিদান পেয়ে থাকে।

(বুখারী, কিতাবুল ঈমান ওয়াননুযুর)

দোয়াপ্রার্থী: Jaan Mohammad Sarkar & Family, Keshabpur,MSD.

শেষের পাতার পর.....

কথা উল্লেখ করেছেন। এখানে অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরাও কি অনুষ্ঠান করতে পারবে? উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষের অনুষ্ঠানও হয়ে থাকে। এজুকেশনাল অনুষ্ঠানও হয়ে থাকে। আর অন্যান্য অনুষ্ঠানও হয়ে থাকে। এছাড়াও ইন্ডোর গেমের আয়োজনও হয়ে থাকে। আশপাশের অন্যান্য লোকেরাও এখানে খেলতে আসে। অনেক জায়গায় এমনটি হয়ে থাকে, এখানেও হবে। এটিকে ব্যবহার করতে পারেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, যুক্তরাজ্যে কিছু চ্যারিটি এবং রাজনেতারাও অনুষ্ঠান করে যান।

সাংবাদিক নিজের শেষ প্রশ্নটি উপস্থাপন করে বলেন, সম্প্রতি ফ্রান্সের পুলিশকমীকে যে ছুরিবিদ্ধ করা হয়েছিল, এর উপর আপনার প্রতিক্রিয়া জানতে ইচ্ছুক।

হুযুর আনোয়ার বলেন, প্রথমত আক্রমণকারী মুসলমান ছিল না। সে উক্ত বিভাগের একজন কর্মী ছিল; এক বছর পূর্বেই মুসলমান হয়েছিল, তাও আবার বিবাহ সম্পর্কে কারণে। পুলিশকর্মীর উপর আক্রমণ করুক বা কোন সাধারণ নাগরিকের উপর করুক, সে যে কাজ করেছে তা অন্যায়। নিজের হাতে আইন তুলে নিতে ইসলাম কঠোরভাবে নিষেধ করে। ইসলাম এমন বর্বরোচিত আচরণের বিরোধী। এমনটি হওয়া উচিত নয়। তাদের প্রতি এবং তাদের পরিবারের প্রতি আমাদের সহানুভুতি রইল। আমরা আক্রান্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনাও ব্যক্ত করেছিলাম।

হুযুর আরও বলেন: কুরআন করীমে লেখা আছে যে, কিভাবে অকারণে আইন হাতে নিয়ে কাউকে হত্যা করা সমগ্র মানবতাকে হত্যার নামান্তর।

১২ই অক্টোবর, ২০১৯

মসজিদ মাহদীর উদ্বোধন অনুষ্ঠান

আজকের 'মসজিদ মাহদী'র উদ্বোধন উপলক্ষ্যে মসজিদ সংলগ্ন হলঘরে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ১৯১ জন অতিথি উপস্থিত ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আজ অনেক অতিথি এসেছেন।

অতিথিদের ভাষণ

হার্টিগহাম-এর মেয়র জীন জ্যাকাস রুচ সাহেব নিজের বক্তব্যে বলেন: আমি আহমদীদের পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদকে এই শহরে স্বাগত জানাচ্ছি। তিন বছর পূর্বে এর গোড়াপত্তনের সময় আপনারা আমার উৎসাহ উদ্দীপনার অভাবের সমালোচনা করেছিলেন। সেই সময় আমি উত্তর দিয়েছিলাম যে, আমরা নিজেদের শহরে কাজ সমাধা হওয়ার আনন্দ উযাপন করি। কাজেই আজ আনন্দের দিন আর আমার সঙ্গী যারা এখানে উপস্থিত আছেন তারা এর সাক্ষী।

আমাদের মত গ্রাম্য এলাকায় মসজিদ উদ্বোধন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশেষ করে আমাদের এলাকায় যেখানে কিছু প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী প্রথা শত শত বছর ধরে প্রচলিত আছে। আমি প্রকাশ্যে বলছি, যত মানুষ এখানে উপস্থিত আছেন, তারা সকলেই আপনাদের সমর্থক। কিন্তু অনেকে যারা আপনাদের জামাত সম্পর্কে জানে না, তারা জিজ্ঞাসা করে এবং পরেও জিজ্ঞাসা করবে যে আমি এখানে মসজিদ তৈরী করার অনুমতি কেন দিলাম? এখন সেই মানুষগুলি আমার অনুষ্ঠানে যোগদান করার কারণ জানতে চাইবে। আমি আপনাদেরকে এবং তাদেরকে এই উত্তর দিব যে আমার আচরণ আমাদের আইন ও সংবিধান সম্মত। আজ আমি এখানে প্রশাসনের প্রতিনিধি হিসেবে এসেছি। আমাদের রাজ্য ধর্মনিরপেক্ষতা, আলাপ-আলোচনা এবং সহিষ্ণুতার পৃষ্ঠপোষক। আমাদের রাজ্যের মোট্টো-'স্বাধীনতা, সাম্য এবং ভ্রাতৃত্ববোধ'। এই মোট্টো জামাত আহমদীয়ার 'ভালবাসা সকলের তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে'র মোট্টোর মতই। কিন্তু অন্যকে আশ্বস্ত করতে সময় লাগবে, তাই আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। আমাদের গ্রাম্য এলাকায় মসজিদেরও প্রয়োজন আছে, একথা মানুষকে বোঝাতে কিছুটা সময় লাগবে। আপনাদের জামাত আমাদের শহরে ৭ বছর থেকে আছে। স্থানীয় বাসিন্দারা আপনাদেরকে স্বাগত জানিয়েছে। আপনাদের জামাতও আমাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণ করে থাকে। যদি এখানে মিলেমিশে কাজ করতে থাকি, তবে ক্রমেই সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে উঠবে।

কোচেশবার্গ মিউনিসিপ্যালিটির সদর জাস্টিন ভোগেল নিজের বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন: এই মসজিদের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগদান করা আমার জন্য সম্মানের কারণ। আমাদের এলাকায় এই মসজিদের উদ্বোধন একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। আমি একথা প্রকাশ্যে বলছি যে প্রথমে আমার মনে কিছুটা শঙ্কা তৈরী হয়েছিল। কিন্তু যখন আমি জানতে পারলাম যে, আপনাদের মোট্টো- ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে' তখন আমি নিজের মতামত পাল্টে ফেললাম। বিশেষ করে এমন পরিবেশে যেখানে জাতিবাদ, বৈষম্যমূলক আচরণ এবং চরমপন্থা রয়েছে, সেখানে ভালবাসার কথা বলা প্রশংসনীয়। এমন এক পরিবেশে যেখানে কেবল নিজের অধিকারের উপরই জোর দেওয়া হয়, আর কর্তব্যাবলীকে উপেক্ষা করা হয়।

এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, আপনাদের জামাত বিদ্বেষের বিরুদ্ধে ভালবাসার প্রসার করতে চায়। আমার ইচ্ছে, আপনাদের জামাত এ বিষয়ে আরও কাজ করুক যাতে ভবিষ্যত প্রজন্মের মধ্যে আমরা নতুন আশার সঞ্চার করতে পারি।

বাস-রিন কাউন্টির কাউন্সিলের সহসভাপতি এবং মেয়র এটিনি বার্গার নিজের বক্তব্যে বলেন: আমাদের অঞ্চলে প্রত্যেক ধর্মের নিজস্ব গুরুত্ব রয়েছে। আমাদের সমাজ সকলের জন্য উন্মুক্ত। আমরা প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীদের সম্মানের দৃষ্টিতে দেখি। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে আহমদীদের মসজিদ আমাদের এলাকায় রয়েছে। জামাত আহমদীয়া আমাদের এলাকায় নতুন, তাই প্রত্যেক নির্বাচিত পদাধিকারীর উচিত এই জামাত সম্পর্কে বেশি করে জানা। এটা খুবই জরুরী কেননা আহমদী মুসলমানরা চরমপন্থী মুসলমানদের মত নয়। আমাদের এই অনুষ্ঠানে যোগদান করা আমাদের বন্ধুত্বের বহিঃপ্রকাশ। আমরা আন্তঃধর্মীয় সংলাপে বিশ্বাসী; এর মাধ্যমে সাম্প্রদায়িকতা, জাতিবাদ এবং উগ্রবাদের বিরুদ্ধে আমরা লড়তে পারি। মসজিদ উদ্বোধনের জন্য আপনাদেরকে সাধুবাদ জানাই।

হার্টিগহেম-এর সাংসদ মার্টিন ওনার নিজের বক্তব্যে বলেন: বর্তমান পরিস্থিতিতে মসজিদ উদ্বোধন করা কোন সাধারণ বিষয় নয়, এর থেকে আশার সঞ্চার হয়। এই অনুষ্ঠানে যোগদান করা আমার জন্য জরুরী ছিল। দুঃখের বিষয় এই যে কিছু মানুষ নিজেদের অজ্ঞানতার কারণে অন্যদের সম্পর্কে ভীত হয়। তারা সমাজে আসা পরিবর্তনকে মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। অনেকে আবার অপরের কথা শুনতে প্রস্তুত নয়। আমরা কি করতে পারি? যারা সবাইকে ঘৃণা করে, কাউকে ভালবাসে না, আমরা তাদেরকে কি উত্তর দিতে পারি ? একটি মসজিদ উদ্বোধন করা আমাদের পক্ষ থেকে তাদের জন্য উত্তর। আমাদের পক্ষ থেকে তাদেরকে এই উত্তরই দেওয়া হবে, 'ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে'।

আমি এখানে কুরআন করীমের একটি আয়াত উপস্থাপন করব। 'একজন ব্যক্তিকে হত্যা করার অর্থ সমগ্র মানবতাকে হত্যা করা।' এই আয়াতটি আমাদেরকে আশা জোগায়। ইসলাম একটি শান্তিপূর্ণ ধর্ম, ভালবাসার ধর্ম, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং দয়ার ধর্ম। আমি চাই এই মসজিদের মাধ্যমে ভ্রাতৃত্ববাদের প্রসার ঘটুক; সকলে ভালবাসার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করুক আর এর মিনার ঘৃণার প্রসারকারীদের উত্তর দিক।

হুযুর আনোয়ারের ভাষণ

তাশাহুদ, তাউয এবং তাসমিয়া পাঠের পর হযুর আনোয়ার বলেন: সম্মানীয় অতিথিবৃন্দ! আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বরকাতুহু।

আল্লাহ্ তা'লার আপনাদেরকে শান্তিতে রাখুন, নিজ নিরাপত্তায় রাখুন। সর্বপ্রথম আমি আগত সকল অতিথিদেরকে ধন্যবাদ জানাতে চাই যারা আজকে জামাত আহমদীয়া মুসলেমার এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অর্থাৎ মসজিদ

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আল্লাহ্ তা'লার নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি জীবনে এগুলিকে দৃষ্টিপটে রাখবে এবং এর বিকাশস্থল হওয়ার চেষ্টা করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (তিরমিযি, কিতাবুদ দাওয়াত)

দোয়াপ্রার্থী: Mohmmad Parvez Hossain and Family, Bolpur, (Birbhum)

যুগ ইমাম-এর বাণী

স্মরণ রেখো! পাপাচার ও দুরাচার উপদেশ কিম্বা অন্য কোনও উপায়ে দূর হওয়ার নয়। দোয়াই হল এর একমাত্র পন্থা। (মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৩২)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

উদ্বোধনে অংশগ্রহণ করতে এসেছেন। যেমনটি এখানে অনেক সম্মানীয় বক্তাগণ নিজেদের মতামত তুলে ধরেছেন। তাদের মধ্যে কয়েকজনের কথা শুনে মনে হয়েছে প্রথমে তাদের মধ্যে সব থেকে বড় সংকোচের কারণ এই ছিল যে মুসলমানদের এখানে এলে হয়তো সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে, কিন্তু ক্রমে সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে গেছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: মসজিদ সম্পর্কে প্রত্যেক ব্যক্তিকে একটি কথা স্মরণ রাখা উচিত যে অমুসলিম বিশ্বে একটি ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে যে মসজিদ হয়তো কলহ ও বিশৃঙ্খলার জায়গা। অথচ এমনটা মোটেই না। কয়েকজন সম্মানীয় অতিথিও একথা ব্যক্ত করেছেন যে মসজিদ তো উপাসনা স্থল, মসজিদ এমন একটি স্থান যেখানে মুসলমানেরা একত্রিত হয়ে এক খোদার উপাসনা করে। আর প্রত্যেক ধর্মে একটি উপাসনাগার নির্ধারিত রয়েছে। এই কারণেই যখন মক্কায় আঁ হযরত (সা.) এর দাবির পর মক্কার কাফেররা তাঁর উপর এবং তাঁর মান্যকারীদের উপর কঠোরতা আরম্ভ করল; এবং তেরো বছর পর্যন্ত এমনভাবে নির্যাতন ও উৎপীড়ন করল যা শুনে গা শিউরে ওঠে। তাঁদের মধ্য থেকে অনেককে উত্তপ্ত পাথরের উপর শুইয়ে রাখা হত, অনেককে জ্বলন্ত কয়লার উপর ফেলে রাখা হত আবার কাউকে উত্তপ্ত বালির টেনে হিঁচড়ে নিয়ে বেড়ানো হত। অনেক মহিলা ও পুরুষকে বর্মের আঘাতে হত্যা করা হয়েছে। এর পর আঁ হযরত (সা.) এবং তাঁর সঙ্গীরা যখন মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করলেন, সেখানে শান্তির সন্ধান করলেন, সেখানকার স্থানীয় ইহুদী এবং অন্যান্য মানুষের সঙ্গে শান্তির চুক্তি করলেন, তখন সেখানেও মক্কার কাফেররা আক্রমণ করে তাঁদের শান্তি ধ্বংস করার চেষ্টা করল। সেই সময় আল্লাহ্ তা'লা প্রথম বার মুসলমানদেরকে যুদ্ধ করার আদেশ দিলেন। অর্থাৎ এমন লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দিলেন যারা আক্রমণ করছে আর এ সম্পর্কে অত্যন্ত সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। কুরআন করীমে উল্লেখ রয়েছে যে যদি ঐ সমস্ত লোকের হাত এখন প্রতিহত করা না হয়, তবে এরা কেবল ইসলামেরই শত্রু নয়, বরং ধর্মের শত্রু। কুরআন করীমে স্পষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে যে যদি তাদেরকে প্রতিহত না করা হয় তবে কোন সিনাগগ, কোন গীর্জা, মন্দির কিম্বা মসজিদ অবশিষ্ট থাকবে না। অর্থাৎ এই নির্দেশের মাধ্যমে একদিকে যেমন কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার, ধর্মকে রক্ষা করার এবং সমস্ত ধর্মের নাম উল্লেখসহকারে এই আদেশ দেওয়া হয়েছে, সমস্ত ধর্মের উপাসনাগারের নাম করে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তাদের হাত প্রতিহত করার জন্য এখন প্রত্যুত্তর দেওয়া জরুরী। তাদের আক্রমণ রুখে দেওয়ার জন্য জবাব দেওয়া জরুরী, যাতে সমস্ত ধর্মাবলম্বীরা অবাধে নিজেদের উপাসনাগারে যেতে পারে। ইহুদীরা সিনগগে যেতে পারে, ইবাদত করতে পারে, খৃষ্টানরা গীর্জায় গিয়ে ইবাদত করতে পারে, হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা নিজেদের মন্দিরে যেতে পারে এবং মুসলমানেরা মসজিদে যেতে পারে। অতএব কাফের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার এই সেই প্রথম আদেশ যা মুসলমানদেরকে দেওয়া হয়েছিল আর এই স্পষ্টভাবে এই নির্দেশ দেওয়া যে তারাই যেন এখন সমস্ত ধর্মের সুরক্ষার বিধান করে। এই কারণে কুরআন করীমের শিক্ষা অনুসারে একথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে ইসলাম কোন ধর্মের বিরুদ্ধে কোনও প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণের আদেশ দেয় না। তাই মুসলমানদের বিরুদ্ধে যখন জোর কয়েকটি যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়, তখন সেখানেও আঁ হযরত (সা.) এবং তাঁর যে চারজন প্রকৃত খলীফাগণ ছিলেন, তাঁরা সৈন্যদের এই নির্দেশই দিতেন যে কোন গীর্জা বা কোন উপাসনাগার ধ্বংস করবে না, কোনও মহিলা ও শিশুর কোন ক্ষতি করবে না। গীর্জার পাদ্রী এবং অন্যান্য ধর্মের সাধু সন্ন্যাসীদের কাউকে কিছু বলবে না, গাছপালা কাটবে না, ফসলের ক্ষতি করবে না। এগুলিই ছিল সেই সময়কার নির্দেশনামা যেগুলি মুসলমানেরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসরণ করেছে। পরবর্তীকালে পরিস্থিতির অবনতি হলে এবং মুসলমানেরা নিজেদের শিক্ষা ভুলে বসলে সেটা শিক্ষার দোষ নয়, এটা মুসলমানদের কর্মের দোষ। এই কারণেই এক পাশ্চাত্যবিদ একটি পুস্তকে বিষয়টি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। মার্কিন মুলুকের এই লেখক লেখেন, আঁ হযরত (সা.)-এর যুগে যুদ্ধে যতটা প্রাণহানি হয়েছে তার সংখ্যা হয়তো কয়েকশ'র মধ্যেই সীমিত কিম্বা হাজারের মধ্যে হবে। কিন্তু আমরা যে দুটি যুদ্ধ লড়েছি, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, সেগুলিতে, বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে একটি মাত্র বোমাতেই লক্ষ লক্ষ মানুষ নিহত হয়েছে। তাই কেবল মুসলমানদেরকেই দোষারোপ করো না। বরং পরবর্তীকালে যে সমস্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, সেগুলি মুসলমানেরা নিজেদের ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে করে নি, বরং সেই সময় জগতের মোহে তারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল, ফলে সেগুলি জাগতিক যুদ্ধে পর্যবসিত হয়েছিল যেগুলিকে বলা হয় ভূ-রাজনৈতিক যুদ্ধ। তারা নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতেই এই সব যুদ্ধ করেছিল। তাই প্রথমেই বলে দিই যে ইসলামের যুদ্ধাবলী সম্পর্কে যে ভ্রান্ত দৃষ্টি রয়েছে এটিই তার ভিত্তি।

হুযুর আনোয়ার বলেন: ইসলাম কখনই উগ্রবাদের ধর্মের নয়; ইসলাম প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীকে তার প্রাপ্য অধিকার দিয়েছে। ইসলামে প্রতিবেশীর অধিকার আছে। এখানে বসবাসকারী কিছু মানুষের মনে এই ধারণা উঁকি দিতে পারে যে, এখন এখানে মসজিদ নির্মিত হল, এখানে মুসলমানেরা যাতায়াত করবে, ইবাদত করবে আর কিছু মুসলমানের কর্ম এমন যার ফলে আমরাও বিপদে পড়তে পারি। কিন্তু ইসলামের শিক্ষা বলে, নিজের প্রতিবেশীর আধিকারের প্রতি এতটা যত্নবান থাক যেভাবে তুমি নিজের প্রিয়জনের প্রতি যত্নবান থাক। কুরআন করীমে প্রতিবেশীর যে সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়েছে, সেই অনুসারে গৃহে বসবাসকারী, সফরসঙ্গী, সহকর্মী, এলাকাবাসী এরা প্রত্যেকেই প্রতিবেশী। এখানে ইসলামের প্রবর্তক হযরত মহম্মদ (সা.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, ৪০টি ঘর পর্যন্ত তোমাদের প্রতিবশী। যদি এভাবে দেখা যায় তবে মুসলমান যেখানেই বসবাস করে তাদের আশপাশের ৪০টি বাড়ি তার প্রতিবেশী, এই মসজিদের আশপাশে বসবাসকারীরা সকলেই প্রতিবেশী। আর প্রতিবেশীর অধিকার সম্পর্কে আঁ হযরত (সা.) বলেছেন,'আমি ধারণা করে বসি যে এবার হয়তো উত্তরাধিকার সম্পত্তিতেও প্রতিবেশীদের অধিকার প্রদান করা হবে। ' এটিই হল ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষা আর প্রতিবেশীদের অধিকার।

হুযুর আনোয়ার বলেন: পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে আমরা মসজিদ নির্মাণ করে থাকি। এখানে ফ্রান্সে আমাদের দ্বিতীয় মসজিদ নির্মিত হল। এখানে জামাতের আয়তনও ছোট, জামাত সম্পর্কে সেভাবে পরিচিতি গড়ে ওঠে নি। ইউরোপের কিছু দেশে-যেমন যুক্তরাজ্য ও জার্মানীতে কিম্বা যুক্তরাষ্ট্রে ও কানাডায় মসজিদ নির্মাণ করি, সেখানকার মানুষ জামাতের সঙ্গে পরিচিত, কেননা সেখানেও জামাতের আয়তনও বড়। তারা জানে যে আহমদী মুসলমানেরা যখন মসজিদ নির্মাণ করে, তখন সেখান থেকে কেবল শান্তি ও ভালবাসার বাণী উচ্চারিত হয়। এদের মসজিদ কোনও প্রকার চরমপন্থী কর্মকাণ্ডের ষড়যন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে বানানো হয় না। তাদের মসজিদ তৈরীর উদ্দেশ্য হল এক খোদার ইবাদত করা,এখানে আগমণকারীদেরকে ভালবাসা, তাদের সঙ্গে সখ্যতা রাখা, পরিচ্ছন্নতা সহকারে থাকা এবং আশপাশের লোকদের সঙ্গেও সেই একই আচরণ করা।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আল্লাহ্‌র কৃপায় আফ্রিকায় আমাদের বিরাট জামাত রয়েছে। সেখানে জামাতের মসজিদও তৈরী হয়, কিন্তু এর পাশাপাশি সেখানে জনকল্যাণমূলক কাজও করছে। স্কুল, হাসপাতালও তৈরী করছে এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধাও সরবরাহ করছে। যেমন- পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রে টাইমকল, নলকুপ লাগাচ্ছি। সেখানে জামাতের অনেকগুলি প্রকল্পের কাজ চলছে যেগুলি মানবতার সেবার উদ্দেশ্যে। আমাদের শয়ে শয়ে স্কুল, হাসপাতাল এবং বিভিন্ন প্রকল্প সেখানে কাজ করছে। যেমন জল প্রকল্প। এখানকার মানুষ কল্পনাও করতে পারবে না। এখানে ছোট্ট কোনও গ্রাম হলেও, যেমন এই অঞ্চলটি গ্রাম্য অঞ্চল, কিন্তু এখানেও আপনাদের জন্য পানিও আছে, রাস্তাও আছে, বিদ্যুত আছে। এছাড়াও আরও অন্যান্য প্রায় সমস্ত সুযোগ সুবিধাই রয়েছে। কিন্তু আফ্রিকার গ্রামে আপনি যদি যান, তবে দেখবেন সেখানে না আছে রাস্তা, না পানি আর না বিদ্যুতের ব্যবস্থা। আর পানির জন্য তাদেরকে দুই দুই মাইল দূরের গ্রাম হেঁটে যেতে হয় এবং অনেক সময় দুষিত পুকুরের পানিও পান করতে হয়, যা হয়তো জন্তু জানোয়ারও খায় এবং সেই পানিতে বসে থাকে। আর অনেক সময় মাথায় ঝুড়ি নিয়ে, বালতি কিম্বা পাত্র রেখে দুই-তিন কিমি পায়ে হেঁটে এক বাল্টি পানি নিয়ে আসে। আর এই কারণে তারা শিক্ষা থেকেও বঞ্চিত থাকে। সেখানে জামাত আহমদীয়া তাদের শিক্ষার জন্য প্রাইমারী স্কুল তৈরী করছে, মাধ্যমিক স্কুলও তৈরী করছে, এবং কিছু প্রত্যন্ত এলকায় ক্লিনিক এবং হাসপাতালও খুলেছে, তেমনি পরিস্কার পানীয় জলের জন্য হ্যান্ডপাম্পও বসিয়েছে, সৌরশক্তি দ্বারা টিউবওয়েলও লাগিয়েছে যাতে পরিস্কার পানি পাওয়া যায়। আমরা যখন ছবি দেখি, তাদের অবস্থা দেখি যাদের গ্রামে নলকূপ থেকে পরিস্কার পানি বের হচ্ছে, তাদের আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের বহিঃপ্রকাশ ঠিক তেমনভাবেই হয় যেভাবে এখানে ইউরোপে কেউ লটারিতে বিরাট অংকের অর্থ পেলে সে আনন্দ প্রকাশ করে। পানীয় জল পাওয়া এমন মানুষদের আনন্দ দেখার মত হয়ে থাকে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অতএব জামাত আহমদীয়া মুসলেমা যেখানেই যায় শান্তির বার্তা বয়ে আনে। আমরা স্লোগান তুললে সেই স্লোগান হল 'ভালবাসা সকলের তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে'-যেমনটি কিছু সম্মানীয় অতিথি নিজেদের বক্তব্যে উল্লেখও করেছেন। আমরা যে স্লোগান দিই তা আমাদের কাজেও প্রতিফলিত হয়। আর এই প্রতিফলন ঘটানোর পন্থা হিসেবে

আমরা সাধারণ মানুষের সেবা করি। তাই এখানকার আশপাশের গ্রামের বাসিন্দাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই এখানে আইন-শৃঙ্খলা মেনে চলার কথাও উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে জামাত আহমদীয়া সর্বতোভাবে আইন মেনে চলে। আর যেখানে মসজিদ নির্মাণ করা হয়, বিশেষ করে ছোট এলাকায় (এখানে রাস্তাও ছোট, এমন জায়গায় সবসময় মনে রাখতে হবে যে) মানুষের যাতায়াতে অসুবিধা হতে পারে। যানজটের কারণে আমাদেরকে ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলতে বলা হয়। দেশের আইন মেনে চলুন, আর কাউন্সিল আমাদেরকে যতটা অনুমতি দিয়েছে, ততটা এই জায়গাটা ব্যবহার করুন। মসজিদটি তৈরী হওয়া বেশ কিছু সময় হয়েছে, আজ আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হচ্ছে। আশা করি এর পর আহমদীরা এখানে হয়তো আরও বেশি সংখ্যায় আসতে শুরু করবে। কিন্তু তারাই আসবে যারা আইনমান্যকারী, আর যারা আইন মান্য করার পাশাপাশি খোদার এই ঘরে এসে ইবাদত করবে। তারা খোদার ইবাদত করার তাঁর অধিকার দিবে, অপরদিকে তাদের হৃদয়ে এই চেতনাও সৃষ্টি হবে যে, যে-খোদা তাঁর ইবাদত করার আদেশ দিয়েছেন, সেই তিনিই কুরআন করীমে মানবতার সেবা করার আদেশও দিয়েছেন। এমনকি কুরআন করীমে এও লেখা আছে, যে সমস্ত নামাযী মানুষের অধিকার দেয় না, মানবতার সেবা করে না, এতীমদের আহার করায় না, অভাবগ্রস্ত ও দারিদ্রপীড়িতদের প্রতি যত্নবান থাকে না এবং যারা মানুষের প্রতি অবিচার করে, তাদের নামায তাদের ধ্বংসের কারণ হবে। সেই সব নামায কোনও উপকারে আসবে না। বরং তাদের সেই নামায আল্লাহ্ তা'লা তাদের দিকেই ফিরিয়ে দিবেন যা কোনও উপকার বা প্রতিদান দেওয়ার পরিবর্তে তাদের ধ্বংসের কারণ হবে। কাজেই এক ব্যক্তি যে মসজিদ আবাদকারী, যখন তার এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গি হবে এবং আল্লাহ্ তা'লাকে সত্যিকার অর্থে ভয় করবে, তখন তার দ্বারা মানুষের অধিকার আত্মসাৎ করা সম্ভবই নয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: কাজেই জামাত আহমদীয়া মুসলেমা যেখানেই যায় এই বার্তা ও চিন্তাধারা নিয়েই যায় যে, একদিকে তাদেরকে যেমন আল্লাহ্ তা'লা অধিকার প্রদান করতে হবে, অপরদিকে সৃষ্টির প্রতি অধিকারও প্রদান করতে হবে। আমি আশা করি, যেমনটি আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা আহমদীরা এই মনোবৃত্তি নিয়েই মসজিদ আবাদ রাখবেন এবং এখানকার প্রতিবেশীদের সঙ্গে আগের চেয়ে বেশি উন্নত সম্পর্ক ও সদ্ভাব রাখবে এবং তাদের অধিকার প্রদানের চেষ্টা করবে। এই মসজিদ এখানকার প্রতিবেশীদের জন্য কোনও প্রকার কষ্টের কারণ হবে না। বরং আপনারা সব সময় এটাই দেখবেন যে এখানে যাতায়াতকারীরা আপনাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দের বিষয়ে যত্নবান। আর আমাদের মতে এটিই সেই সমন্বয় বা একীভূত হওয়া যা একজন অভিবাসীর নতুন কোনও দেশে আসার পর হওয়া উচিত।

হুযুর আনোয়ার বলেন, ফ্রান্স সরকার এবং পশ্চিমি দেশগুলির এটি অনেক বড় অনুগ্রহ যে, তারা এখানে বহিরাগত আহমদীদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন, শরণার্থী হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আর এই অনুগ্রহের কারণে তাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। এখানে বর্তমানে জামাত আহমদীয়ার সিংহভাগই বহিরাগতদের। (ফ্রান্সের স্থানীয় মানুষ হয়তো একজন বা দুইজন আছেন।) এরা সেই সব মানুষ যারা সমস্যার কারণে নিজেদের দেশ ত্যাগ করে এখানে এসেছেন; এরা সেই সব মানুষ যাদেরকে নিজেদের দেশে ইবাদত করার অধিকার দেওয়া হয় নি, যাদেরকে ইবাদত করা থেকে বিরত রাখা হয়েছে, স্বেচ্ছায় নিজেদের ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার এবং ধর্মীয় শিক্ষা অনুশীলন করার অনুমতি দেওয়া হয় নি। অবশেষে অনন্যোপায় হয়ে তারা এখানে এসেছে। তাই যখন তারা এখানে এসেছে এবং ফ্রান্সের সরকার তাদেরকে অনুমতি প্রদান করেছে, আর তারা এখানে বসবাস করতেও শুরু করেছে, সেক্ষেত্রে সেই সব আহমদীদেরও কর্তব্য দাঁড়ায় এদেশের সেবা করে এই ঋণ পরিশোধ করা। আর এটিই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। আর এই জিনিসটিই আল্লাহ্ তা'লা একজন প্রকৃত মুসলমানের কাছে চান যে সে যেন কৃতজ্ঞ হয়। যদি তার মধ্যে কৃতজ্ঞতা না থাকে, তবে এমন ব্যক্তির জন্য আঁ হযরত (সা.)-এর এই হাদিসটি প্রযোজ্য যেখানে তিনি (সা.) বলেছেন,' যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না, সে খোদার প্রতিও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না।' অতএব কৃতজ্ঞতার দাবিই হল আমরা যেন এদেশে থেকে এখানকার আইনশৃঙ্খলা মেনে চলি, এখানকার মানুষের সেবার প্রতি মনোযোগী হই, এবং দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য যতটুকু পারি কাজ করি। আমি আশা করি ইনশাআল্লাহ্ তা'লা আমাদের আহমদীরা এই মনোবৃত্তি নিয়েই এখানে বসবাস করবে এবং কাজ করবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনাদের মধ্য থেকে যদি কারো মনে কোনও এ নিয়ে প্রকার উদ্বেগ, কোনও সংকোচ বা দ্বিধা থাকে যে আহমদী মুসলমানেরা এখানে এসে মসজিদ তৈরী করে পাছে নানান প্রকারের কলহের কারণ না হয়ে দাঁড়ায়। তবে আমি আপনাদের আশ্বস্ত করতে চাই যে, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা আমরা কলহ ও বিশৃঙ্খলার কারণ হব না। বরং আপনাদের সেবক এবং দেশের আইনের মান্যকারী হব। ইনশাআল্লাহ্ তা'লা আমরা সেই ইসলামী শিক্ষার প্রসারই এখানে করব, নিজেদের কর্মযোগে তা প্রয়োগ করে দেখাব যা হযরত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের শিখিয়েছেন এবং যে শিক্ষা কুরআন আমাদেরকে দান করেছে। ধন্যবাদ। জাযাকাল্লাহ॥

৮ এর পাতার পর.....

তুষ্ট হয়ে গেলে চলবে না, বরং নিজেদেরও সেরূপ কুরবানি করতে হবে।কেবল তখনই আমরা সেই প্রাচীন গৃহতথাকা'বাপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যপূরণে সমর্থ হব, যা আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন।

খুতবার শেষদিকে হুযূর (আই.) দোয়া করেন-আল্লাহ্ তা'লা আমাদের ভেতর প্রকৃত আত্মত্যাগের স্পৃহা সৃষ্টি করুন, আমরা যেন সর্বদা ধর্মকে পার্থিবতার উপর প্রাধান্য দিই, প্রত্যেক কুরবানির ঈদ ইসলামের উন্নতির নতুন নতুন মাইলফলক উন্মোচনকারী হোক; আমরা যেন এমন গ্রহণীয় কুরবানি করতে পারি-যার কল্যাণও আশিস আমরা ইহকাল-পরকাল দু'স্থানেই লাভ করি। হুযূর (আই.) ঈদের দোয়ায় আল্লাহ্র পথে অন্তরীণ,শহীদদের পরিবারবর্গ, জীবনোৎসর্গকারী মুরব্বীয়ান-মোয়াল্লেমীন ও বিপদাপদে নিপতিতদের স্মরণ রাখতে আহ্বান জানান; হুযূর আরও দোয়া করেন-আমরা যেন মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের উদ্দেশ্য পূরণকারী হই, আর সেউদ্দেশ্য হল–ইসলাম ও মহানবী (সা.)-এর পতাকাসারা পৃথিবীতে উচ্চকিত করাএবং আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করা।

২ এর পাতার পর.....

এছাড়াও সেই সকল মুবাল্লিগীনের পদমর্যাদা উন্নীত হওয়ার জন্যও দোয়া করুন যারা প্রাথমিক যুগে অনেক ত্যাগস্বীকার করে দূর-দূরান্তের দেশসমূহে গিয়ে ইসলামের প্রকৃত বাণী সেই সব জাতির কাছে পৌঁছে দিয়েছে যারা (অজ্ঞানতার) অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। আল্লাহ্ তা'লা এই সমস্ত মুবাল্লিগদের বংশধারাতেও নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা ও ঈমান সৃষ্টি করুন এবং তা প্রতিষ্ঠিত রাখুন।

এছাড়া দোয়ায় তাদেরকেও স্মরণ রাখুন যারা এই মুহূর্তে ধর্মের সেবার উদ্দেশ্যে ত্যাগস্বীকার করে ইসলামের বাণী পৌঁছে দিচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা এঁদের সকলকে সবসময় তাকওয়ার পথে পরিচালিত হয়ে ইসলামের বাণী পৌঁছে দেওয়ার তওফীক দিন আর তারা যেন প্রত্যেক হীনপ্রবৃত্তির কলুষতা থেকে মুক্ত হয়ে দ্বীনের সেবক হয়ে ওঠে। তাদের কুরবানীও আল্লাহ্ তা'লা কবুল করুন। আল্লাহ্ র পথে বন্দীদের জন্যও দোয়া করুন; আল্লাহ্ তা'লা যেন শীঘ্রই তাদের মুক্তির উপকরণ সৃষ্টি করেন, যারা উৎপীড়নমূলক আইনের কারণে দীর্ঘকাল যাবৎ পাকিস্তানে কিম্বা অন্যত্র অনবরত কুরবানীর মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হচ্ছে। আল্লাহ তা'লা যেন তাঁদের উপর দয়াপরবশ হয়ে শীঘ্রই এই অত্যাচার থেকে মুক্তি দান করেন।

আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাদেরও ভুলত্রুটি উপেক্ষা করেন, আমাদের উপর কৃপা করেন, আমাদের প্রত্যেকের ঈমান বৃদ্ধি করেন। আমরা যেন পূর্বের থেকে বেশি আহমদীয়াত এবং প্রকৃত ইসলামের উন্নতির দৃশ্য প্রত্যক্ষকারী হই, যাতে আমরা প্রকৃত ঈদের আনন্দ স্বচক্ষে দেখতে পারি।

অতএব অনেক দোয়া করুন, নিজেদের ঈমান সমৃদ্ধ করুন এবং নিজ ভাইয়ের অধিকার সমূহের প্রতি যত্নবান থাকার চেষ্টা করুন। কুরবানীর ঈদ আমাদেরকে এই শিক্ষাই দান করে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর উপর আমল করার তৌফিক দান করুন।

যুগ খলীফার বাণী

"আপনি নিজে এবং পরিবারের সদস্যগণ এম.টি.এ শোনার বিষয়ে গুরুত্ব দিন, আমার খুতবা এবং বিভিন্ন সময়ে দেওয়া ভাষণগুলি শুনুন।" (২০১৬ সালের ঘানা জলসায় প্রদত্ত বিশেষ বার্তা)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

যুগ খলীফার বাণী

"খিলাফতের সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপনের জন্য প্রত্যেক আহমদীকে এম.টি.এ শোনা দরকার, এর অভ্যাস গড়ে তোলা দরকার।" (খুতবা জুমা, প্রদত্ত ৪ঠা মার্চ, ২০১৬)

দোয়াপ্রার্থী: Shamsher Ali and family, Jamat Ahmadiyya Sian, (Birhum)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 5 Thursday, 6 Aug, 2020 Issue No.32

MANAGER
NAWAB AHMAD
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

২০১৯ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর ইউরোপ সফর

রিপোর্টের শেষাংশ, (সাংবাদিক সম্মেলন)

হুযুর আনোয়ার বলেন: আঁ হযরত (সা.) নাজরানের খৃষ্টানদেরকে মসজিদে উপাসনা করার জন্য জায়গা দিয়েছিলেন। তাই এক খোদার ইবাদত করা হলে আমাদের মসজিদ সকলের জন্য উন্মুক্ত, যে খুশি আসুক।

সেই মহিলা প্রশ্ন করেন যে এই এলাকায় আপনাদের জামাত কত বড়?

উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, ফ্রান্সে আহমদীদের সংখ্যা খুব কম। এদিক থেকে এখানে একটি মাঝারি আকারের জামাত রয়েছে।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, এই ভূ-খণ্ডে আপনাদের কি আরও কোন মসজিদ নির্মাণের প্রকল্প রয়েছে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমাদের প্রকল্প তৈরী হয় আহমদীদের প্রয়োজন অনুযায়ী। আপাতত এখানে আহমদীদের সংখ্যার নিরিখে এই মসজিদটিই যথেষ্ট। কিন্তু আজকেই আমি তাদেরকে আরও একটি মসজিদ নির্মাণের কথা বলেছি। জরিপ করে দেখুন যে কোথায় প্রয়োজন আছে, সদস্য সংখ্যা বেশি আছে, যাতে তাদের এলাকায় একটি কেন্দ্র তৈরী হয় যেখানে তারা একত্রিত হয়ে নামাযও পড়তে পারবে আর বিভিন্ন জামাতীয় অনুষ্ঠানও করতে পারবে। তাই আমরা দেখব যেখানে জামাতের সদস্য সংখ্যা বেশি এটি সেখানে বানাব, সেটি এই এলাকাটিও হতে পারে কিম্বা অন্য কোনও প্রদেশেও।

সাংবাদিক বলেন, এর অর্থ, এই অঞ্চলে অনেক আহমদী আছেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: হ্যাঁ, যথেষ্ট সংখ্যায় ছিলেন, তারা নিষ্ঠাবানও, যারা চাইতেন মসজিদ তৈরী হোক। কেননা এটি প্যারিস থেকে অনেক দূরে। তাই এখানে মসজিদ হওয়া উচিত যাতে একটি কেন্দ্র স্থাপিত হয় আর এলাকার লোকজনও জানতে পারে যে প্রকৃত ইসলাম কি, আমরা কিভাবে এক খোদার ইবাদতের মাধ্যমে তাঁর সৃষ্ট জীবের অধিকারও প্রদান করে থাকি।

প্রশ্ন: আপনারা এর আগে কোথায় নামায পড়তেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন: এর আগে বাড়িতেই সেন্টার তৈরী করা হয়েছিল, সেখানেই নামায পড়ত।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, এখানে কি স্ট্রসবার্গ থেকেই লোকেরা আসবে না কি অন্যান্য এলাকা থেকেও আসবে? হুযুর আনোয়ার বলেন: স্ট্রাসবার্গবাসীরা বেশি কাছে থাকেন। কিন্তু এছাড়াও যারা কাছাকাছি থাকেন বা বিভিন্ন গ্রাম্য এলাকায় থাকেন, তারাও আসতে পারেন। যতদূর মানুষের এখানে যাতায়াতের বিষয়টি রয়েছে, প্রত্যেকটি অঞ্চলের সঙ্গে এর যোগাযোগের একেবারে কেন্দ্রে এই স্থানটি অবস্থিত।

লন্ডনে মুসলমানদের সংখ্যা অনেক। সেখানে শহরের মধ্যেও আমাদের মসজিদ আছে। এই কারণে আমাদের মসজিদের কাছাকাছি থাকা অন্যান্য মুসলমানেরাও নামায পড়তে কিম্বা জুমার নামায পড়তে আসেন।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, আহমদীয়াতের নীতিদর্শন কি?

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমরা ইসলামে বিশ্বাসী যা আঁ হযরত (সা.) নিয়ে এসেছিলেন। এই ধর্মের সারমর্ম এই যে সকল শক্তির অধিপতি হলেন এক খোদা, আঁ হযরত (সা.)কে শেষ শরিয়তধারী নবী হিসেবে বিশ্বাস করা, অর্থাৎ তাঁর পর শরিয়তধারী কোনও নবী আসতে পারে না আর কুরআন করীমকে শেষ শরিয়ত গ্রন্থ হিসেবে বিশ্বাস করা আর এতে যে নির্দেশাবলী প্রদান করা হয়েছে সেগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করা। যেমন আল্লাহ্ তা'লার অধিকার দেওয়ার বিষয়ে এবং তাঁর সৃষ্ট জীবের অধিকার প্রদানের বিষয়ে নির্দেশাবলী এর অন্তর্ভুক্ত।

এর পাশাপাশি একথার উপর বিশ্বাস রাখা উচিত যে আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক জাতিতে নবী প্রেরণ করেছেন আর আমরা প্রত্যেক নবীর উপর ঈমান আনি। কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লা বর্ণনা করেছেন যে তিনি প্রত্যেক জাতিতে নবী প্রেরণ করেছেন। আমরা প্রত্যেক নবীর উপর ঈমান আনি এবং বিশ্বাস করি যে তাদের মধ্যে কতকের উপর আল্লাহ্ তা'লা শরিয়ত নাযেল করেছেন; আমরা সেই সব গ্রন্থের উপরও ঈমান আনি, যদি তা আসল রূপে বিদ্যমান থাকে।

আমরা এও বিশ্বাস করি যে, মৃত্যুর পর পরজগত আরম্ভ হয়, যেখানে জবাবদিহি হবে। পুণ্যকর্ম সম্পাদনকারীদেরকে আল্লাহ্ তা'লা পুরস্কৃত করেন আর অসৎকর্ম সম্পাদনকারীদেরকে শাস্তি প্রদান করেন। আমরা এও বিশ্বাস করি যে এমন এক সময় আসবে যখন আল্লাহ্ তা'লা শাস্তিপ্রাপ্ত সকলকে ক্ষমা করে দিবেন এবং জান্নাতে একত্রিত করে দিবেন।

সাংবাদিক বলেন,'আমি কি আরও দুটি প্রশ্ন করতে পারি? হুযুর অনুমতি দিলে তিনি বলেন, 'আপনারা কি সমগ্র ইউরোপে এই কারণে মসজিদ তৈরী করছেন, কেননা অন্যান্য দেশে আপনাদের উপর উৎপীড়ন চলছে, তাদের প্রতি যেন মনোযোগ সৃষ্টি হয়?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমরা মসজিদ কেবল লোক দেখানোর জন্য তৈরী করছি না। আমরা তো মসজিদ এমন সব জায়গায় তৈরী করছি যেখানে আমাদের জামাতের সদস্যরা রয়েছেন, কেননা তাদের ইবাদত করার জন্য কোনও একটি জায়গার দরকার। যাতে সেখানে তারা একত্রিত হতে পারে এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানও করতে পারে। এছাড়াও ইবাদতের পাশাপাশি মসজিদ তৈরী হওয়ার পর মানুষ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কেও অবহিত হয়। ধর্মের কারণে নির্যাতনের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। তবে আমরা একথার উপর বিশ্বাস রাখি যে আমাদেরকে যতটা দমন করার চেষ্টা করা হয়, আল্লাহ্ তা'লা ততই আমাদের উপর কৃপা বর্ষন করেন। আমাদের একটি মসজিদ ছিনিয়ে নেওয়া হলে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে আরও দশটি মসজিদ দান করেন।

আমি আজও এই কথাই বলেছিলাম যে মসজিদ তৈরী করে কোনও লাভ নেই যদি আমরা সঠিক অর্থে ইবাদত না করি এবং তাঁর সৃষ্ট জীবের অধিকারসমূহ না দিই। মানুষকে কেবল দেখানোই তো উদ্দেশ্য নয়, বরং এই মসজিদকে আবাদ রাখতে হবে। কারণ এখানে যেন আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করা হয় এবং সুপরিকল্পিতভাবে তাঁর সৃষ্টিজগতের অধিকার দেওয়া হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আফ্রিকায় আমরা শয়ে শয়ে মসজিদ তৈরী করি, এরই সাথে সেখানে সামাজিক কর্মকাণ্ড অনেক বেশি করছি। লোকদের পানি ও বিদ্যুত সরবরাহ করা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া ইত্যাদি। আমাদের সব রকম কাজ চলছে। কেবল আহমদীদেরকে দেওয়া হচ্ছে না, বরং এই প্রকল্পগুলি থেকে ৮০ শতাংশেরও বেশি অ-আহমদীরাই উপকৃত হচ্ছে। কিন্তু যেহেতু সেখানে আহমদীদের সংখ্যা বেশি, তাই মসজিদও তৈরী হচ্ছে।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি করতে গিয়ে সাংবাদিক বলেন, আপনি বহুমুখী হলঘরের

এরপর ৯ পাতায়....

যুগ ইমামের বাণী

" প্রকৃত ঈমান সেটিই যা হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করে এবং তার কর্মপন্থাকে নিজের রঙে রঙীন করে তোলে" (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৫৯৪)

দোয়াপ্রার্থী: **Abdus Salam, Nararvita (Assam)**

যুগ ইমামের বাণী

সেই ব্যক্তিকে খোদা তা'লা কখনও বিনষ্ট করেন না, যে কেবল তাঁর সত্তায় বিলীন হয়ে যায়। বরং এমন ব্যক্তির জন্য তিনি স্বয়ং অভিভাবক হয়ে ওঠেন।" (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৫৯৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Sabina Yasmin, Bilaspur (Chhattisgarh)**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir